10 MINUTE SCHOOL

বাংলা

পদ প্রকরণ

পদ প্রকরণ ও ক্রিয়া পদ

পদ প্রকরণ

- বাক্যে ব্যবহৃত বিভক্তিযুক্ত শব্দ ও ধাতুকে পদ বলে।
- পদ প্রধানত দুই প্রকার। যথাঃ
  - ক) সব্যয় পদ
  - খ) অব্যয় পদ।
- সব্যয় পদ আবার চার প্রকার। যথাঃ
  - ক) বিশেষ্য
  - খ) বিশেষণ
  - গ) সর্বনাম
  - ঘ) ক্রিয়া।
- সুতরাং পদ প্রধানত ৫ প্রকার। যথাঃ
  - ক) বিশেষ্য
  - খ) বিশেষণ
  - গ) সর্বনাম
  - ঘ) ক্রিয়া
  - ঙ) অব্যয়

বিশেষ্য পদ

সংজ্ঞাঃ
কোনো কিছুর নামকে বিশেষ্য পদ
প্রকারভেদঃ
বিশেষ্য পদ ছয় প্রকার। যথাঃ

নাম বাচক বিশেষ্য (Proper Noun)	ক) ব্যক্তির নামঃ নজরুল, ওমর, আনিস, মাইকেল খ) ভৌগোলিক স্থানের নামঃ ঢাকা, দিল্লি, লন্ডন, মক্কা গ) ভৌগলিক সজ্ঞাঃ(নদী, পর্বত, সমুদ্র ইত্যাদি) মেঘনা, হিমালয়, আরব সাগর ঘ) গ্রন্থের নামঃ ‘গীতাঞ্জলি’, ‘অগ্নিবীণা’, ‘দেশে বিদেশে’, ‘বিশ্বনবি’
জাতিবাচক বিশেষ্য (Common Noun)	মানুষ, গরু, পাখি, গাছ, পর্বত, নদী, ইংরেজ।
বস্তু বাচক বিশেষ্য (Material Noun)	বই, খাতা, কলম, থালা, বাটি, মাটি, চাল, চিনি, লবণ, পানি।
সমষ্টিবাচক বিশেষ্য (Collective Noun)	সভা, জনতা, সমিতি, পঞ্চায়েত, মাহফিল, ঝাঁক, বহর, দল।
ভাববাচক বিশেষ্য (Verbal Noun)	গমন, দর্শন, ভোজন, শয়ন, দেখা, শোনা।
গুণবাচক বিশেষ্য (Abstract Noun)	মধুরতা, তারল্য, তিক্ততা, তারুণ্য, সৌরভ, স্বাস্থ্য, যৌবন, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি।

সর্বনাম পদ

সংজ্ঞাঃ
বিশেষ্যের পরিবর্তে যে শব্দ বা পদ ব্যবহৃত হয় তাকে সর্বনাম বলে।
প্রকারভেদঃ
বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সর্বনামসমূহকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমনঃ

ব্যক্তিবাচক সর্বনাম	আমি, আমরা, তুমি, তোমরা, সে, তারা, তাহারা, তুই, তোরা, তিনি, তাঁরা, তাঁহারা, এ, এরা, ও, ইনি, এঁরা, উনি, ওরা, ওঁরা ইত্যাদি।
আত্মবাচক সর্বনাম	নিজ, নিজে নিজেই নিজে নিজে; স্বয়ং ইত্যাদি।
সামীপ্যবাচক সর্বনাম	এ, এই, এরা, ইহারা, ইনি ইত্যাদি।
দূরত্ববাচক	ঐ, ঐসব, সব ইত্যাদি।
সাকল্যবাচক	সব, সকল, সমুদয়, তাবৎ ইত্যাদি।
প্রশ্নবাচক	কে, কি, কী, কোন, কাহার, কার, কিসে ইত্যাদি।
অনির্দিষ্টতাজ্ঞাপক	কোন, কেহ, কেউ, কিছু ইত্যাদি।
ব্যতিহারিক	আপনা আপনি, নিজে নিজে, আপসে, পরস্পর ইত্যাদি।
সংযোগজ্ঞাপক	যে, যিনি, যাঁরা, যাহারা ইত্যাদি।
অন্যাদিবাচক	অন্য, অপর, পর ইত্যাদি।

সাপেক্ষ সর্বনামঃ
কখনও কখনও পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একাধিক সর্বনাম পদ একই সঙ্গে ব্যবহৃত হয়ে দুটি বাক্যের সংযোগ সাধন করে থাকে। এদেরকে বলা হয় সাপেক্ষ সর্বনাম। উদাহরণঃ

যত চাও তত লও।
যেই কথা সেই কাজ।
যত চেষ্টা করবে ততই সাফল্যের সম্ভাবনা।
যেমন কর্ম তেমন ফল।
যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা।
যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল।
যত গর্জে তত বর্ষে না।

বিশেষণ পদ

সংজ্ঞাঃ
যে পদ বাক্যের অন্য কোন পদের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি প্রকাশ করে, তাকে বিশেষণ পদ বলে।

বিশেষণ পদ ২ প্রকারঃ
ক) নাম বিশেষণ
খ) ভাব বিশেষণ

১. নাম বিশেষণঃ

যে বিশেষণ পদ কোন বিশেষ্য বা সর্বনাম পদকে বিশেষায়িত করে, অর্থাৎ অন্য কোন পদ সম্পর্কে কিছু বলে, তাকে নাম বিশেষণ বলে। যেমনঃ

বিশেষ্যের বিশেষণ	সুস্থ সবল দেহকে কে না ভালোবাসে?
সর্বনামের বিশেষণ	সে রূপবান ও গুণবান।

নাম বিশেষণ নিম্নলিখিত কয়েক প্রকারের হতে পারে। যেমনঃ

রূপবাচক	সবুজ মাঠ, নীল আকাশ, কালো মেঘ ইত্যাদি।
গুণবাচক	চৌকস লোক, দক্ষ কারিগর, ঠান্ডা হাওয়া।
অবস্থাবাচক	তাজা মাছ, রোগা ছেলে, খোঁড়া পা।
সংখ্যাবাচক	হাজার লোক, দশ টাকা, শ টাকা, সাত দিন।
ক্রমবাচক	দশম শ্রেণি, দ্বিতীয় পৃষ্ঠা, প্রথমা কন্যা।
পরিমাণবাচক	বিঘাটেক জমি, পাঁচ শতাংশ ভূমি, হাজার টনি জাহাজ, এক কেজি চাল ইত্যাদি।
অংশবাচক	অর্ধেক সম্পত্তি, ষোল আনা দখল, সিকি পথ।
উপাদানবাচক	বেলে মাটি, মেটে কলসি, পাথুরে মূর্তি।
প্রশ্নবাচক	কত দূর পথ? কেমন অবস্থা?
নির্দিষ্টতাজ্ঞাপক	এই লোক, সেই ছেলে, ছাব্বিশে মার্চ ইত্যাদি।

বিভিন্নভাবে বিশেষণ গঠনের পদ্ধতিঃ

ক্রিয়াজাত	হারানো সম্পত্তি, খাবার পানি, অনাগত দিন।
অব্যয়জাত	আচ্ছা মানুষ, উপরি পাওনা, হঠাৎ বড়লোক।
সর্বনাম জাত	কবেকার কথা, কোথাকার কে, স্বীয় সম্পত্তি।
সমাসসিদ্ধ	বেকার, নিয়ম-বিরুদ্ধ, জ্ঞানহারা, চৌচালা ঘর।
বীপ্সামূলক	হাসিহাসি মুখ, কাঁদকাঁদ চেহারা, ডুবুডুবু নৌকা।
অনুকার অব্যয়জাত	কনকনে শীত, শনশনে হাওয়া, ধিকিধিকি আগুন, টসটসে ফল, তকতকে মেঝে।
কৃদন্ত	কৃতী সন্তান, জানাশানো লাকে, পায়ে-চলা পথ, হৃত সম্পত্তি, অতীত কাল।
তদ্ধিতান্ত	জাতীয় সম্পদ, নৈতিক বল, মেঠো পথ।
উপসর্গযুক্ত	নিখুঁত কাজ, অপহৃত সম্পদ, নির্জলা মিথ্যে।
বিদেশি	নাস্তানাবুদ অবস্থা, লাওয়ারিশ মাল, লাখেরাজ সম্পত্তি, দরপত্তনি তালুক।

২. ভাব বিশেষণঃ

যে পদ বিশেষ্য ও সর্বনাম ভিন্ন অন্য পদকে বিশেষিত করে তাই ভাব বিশেষণ। ভাব বিশেষণ চার প্রকার। যেমনঃ

১. ক্রিয়া বিশেষণঃ	ক) ক্রিয়া সংগঠনের ভাব	ধীরে ধীরে বায়ু বয়।
	খ) ক্রিয়া সংগঠনের কাল	পরে একবার এসো।
২. বিশেষণীয় বিশেষণঃ	ক) নাম বিশেষণের বিশেষণ	সামান্য একটু দুধ দাও। এ ব্যাপারে সে অতিশয় দুঃখিত।
	খ) ক্রিয়া বিশেষণের বিশেষণ	রকেট অতি দ্রুত চলে।
৩. অব্যয়ের বিশেষণঃ		ধিক্ তারে, শত ধিক্ নির্লজ্জ যে জন।
৪. বাক্যের বিশেষণঃ		দুর্ভাগ্যক্রমে দেশ আবার নানা সমস্যাজালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। বাস্তবিকই আজ আমাদের কঠিন পরিশ্রমের প্রয়োজন।

বিশেষণের অতিশায়ন

সংজ্ঞাঃ

বিশেষণ পদ যখন দুই বা ততোধিক বিশেষ্য পদের মধ্যে গুণ, অবস্থা, পরিমাণ প্রভৃতি বিষয়ে তুলনায় একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বুঝিয়ে থাকে তখন তাকে বিশেষণের অতিশায়ন বলে।

বিশেষণের অতিশায়ন দুই প্রকার। যেমনঃ

ক)বাংলা শব্দের অতিশায়ন

খ)তৎসম শব্দের অতিশায়ন

ক) বাংলা শব্দের অতিশায়ন

১. দুয়ের মধ্যে অতিশায়নে	
ব্যবহৃত হয়	চাইতে, চেয়ে, হইতে, হতে, অপেক্ষা, থেকে ইত্যাদি শব্দ
উদাহরণ	গরুর থেকে ঘোড়ার দাম বেশি। বাঘের চেয়ে সিংহ বলবান।
২. বহুর মধ্যে অতিশায়ন	
ব্যবহৃত হয়	সবচাইতে, সবচেয়ে, সব থেকে, সর্বাপেক্ষা, সর্বাধিক প্রভৃতি শব্দ
উদাহরণ	নবম শ্রেণির ছাত্রদের মধ্যে করিম সবচেয়ে বুদ্ধিমান। ভাইদের মধ্যে বিমলই সবচাইতে বিচক্ষণ। পশুর মধ্যে সিংহ সর্বাপেক্ষা বলবান।

৩. দুটি বস্তুর মধ্যে অতিশায়ন	
ব্যবহৃত হয়	অনেক, অধিক, বেশি, অল্প, কম, অধিকতর প্রভৃতি শব্দ
উদাহরণ	পদ্মফুল গোলাপের চাইতে অনেক সুন্দর। ঘিয়ের চেয়ে দুধ বেশি উপকারী। কমলার চাইতে পাতিলেবু অল্প ছোট।
৪. ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত অতিশায়ন	
ব্যবহৃত হয়	ষষ্ঠী বিভক্তিই চেয়ে, থেকে প্রভৃতি শব্দের কার্যসাধন করে।
উদাহরণ	এ মাটি সোনার বাড়া।

খ) তৎসম শব্দের অতিশায়ন

১. দুয়ের মধ্যে অতিশায়ন	
ব্যবহৃত হয়	তর প্রত্যয়
উদাহরণ	অশ্ব হস্তী অপেক্ষা অধিকতর সুশ্রী।
২. বহুর মধ্যে অতিশায়ন	
ব্যবহৃত হয়	তম প্রত্যয়
উদাহরণ	মেঘনা বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী। দেশসেবার মহত্তম ব্রতই সৈনিকের দীক্ষা।
৩. দুয়ের মধ্যে তুলনায় অতিশায়ন	
ব্যবহৃত হয়	ঈয়স্ -প্রত্যয় ও ইষ্ঠ-প্রত্যয়
উদাহরণ	তিন ভাইয়ের মধ্যে রহিমই জ্যেষ্ঠ এবং করিম কনিষ্ঠ। সংখ্যাগুলোর লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক বের কর।
৪. ঈয়স্-প্রত্যয়ান্ত শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ রূপ	
ব্যবহৃত হয়	ঈয়স্
উদাহরণ	ভূয়সী প্রশংসা।

সংখ্যাবাচক বিশেষণ

পূর্ণসংখ্যাবাচক বিশেষণ	পাঁচ টাকা, ছয় ঋতু, দশ দিক।
ক্রমবাচক বিশেষণ	প্রথম অধ্যায়, তৃতীয় পুরস্কার,শততম প্রতিষ্ঠা দিবস,সাধর্শত জন্মবার্ষীকি।
তারিখ সংখ্যাশব্দ	পয়লা, দোসরা, তেসরা, চৌঠা, পাঁচই, ছয়ই, সাতই, আটই, বারোই।
গুণিতক সংখ্যাশব্দ	তিন চারে বারো, চার ভাগের এক ভাগ,পৌনে সাত, পৌনে নয়।

একই পদের বিশেষ্য ও বিশেষণ রূপে প্রয়োগ

পদ	বিশেষ্য রূপে	বিশেষণ রূপে
১. ভালো	আপন ভালো সবাই চায়।	ভালো বাড়ি পাওয়া কঠিন।
২. মন্দ	এখানে কী মন্দটা তুমি দেখলে?	মন্দ কথা বলতে নাই।
৩. পুণ্য	পূণ্যে মতি হোক।	তোমার এ পূণ্য প্রচেষ্টা সফল হোক।
৪. নিশীথ	গভীর নিশীথে প্রকৃতি সুপ্ত।	নিশীথ রাতে বাজছে বাঁশি।
৫. শীত	শীতের সকালে চারদিক কুয়াশায় অন্ধকার।	শীতকালে কুয়াশা পড়ে।
৬. সত্য	এ এক বিরাট সত্য।	সত্য পথে থেকে সত্য কথা বল।

অব্যয় পদ

অর্থ

ন ব্যয়=অব্যয়। যার ব্যয় বা পরিবর্তন হয় না।

সংজ্ঞা

যে পদ সর্বদা অপরিবর্তনীয় থেকে কখনো বাক্যের শোভা বর্ধন করে, কখনো একাধিক পদের, বাক্যাংশের বা বাক্যের সংযোগ বা বিয়োগ সম্বন্ধ ঘটায় তাকে অব্যয় পদ বলে।

প্রকারভেদ

বাংলা ভাষায় তিন প্রকার অব্যয় শব্দ রয়েছে। যেমনঃ

১. **বাংলা অব্যয় শব্দ**
   আর, আবার, ও, হ্যাঁ, না ইত্যাদি।
২. **তৎসম অব্যয় শব্দ**
   যদি, যথা, সদা, সহসা, হঠাৎ, অর্থাৎ, দৈবাৎ, বরং, পুনশ্চ, আপাতত, বস্তুত ইত্যাদি।
৩. **বিদেশি অব্যয় শব্দ**
   আলবত, বহুত, খুব, শাবাশ, খাসা, মাইরি, মারহাবা ইত্যাদি।

সংস্কৃত থেকে পরিবর্তিত হয়ে বাংলায় এসেছে ‘এবং’ ও ‘সুতরাং’ এই দুটি অব্যয়।

বিবিধ উপায়ে গঠিত অব্যয় শব্দঃ

১. **একাধিক অব্যয় শব্দযোগে**
কদাপি, নতুবা, অতএব, অথবা ইত্যাদি।

২. **আনন্দ বা দুঃখ প্রকাশক**
ছি ছি, ধিক্ ধিক্, বেশ বেশ ইত্যাদি।

৩. **দুটি ভিন্ন শব্দযোগে**
মোটকথা, হয়তো, যেহেতু, নইলে ইত্যাদি।

৪. **অনুকার শব্দযোগে**
কুহু কুহু গুন গুন, ঘেউ ঘেউ, শন শন, ছল ছল, কন কন ইত্যাদি।

অব্যয়ের প্রকারভেদ

অব্যয় প্রধানত চার প্রকার:

১. সমুচ্চয়ী
২. অনন্বয়ী
৩. অনুসর্গ
৪. অনুকার বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয়।

১. সমুচ্চয়ী অব্যয়ঃ

যে অব্যয় পদ একাধিক পদের বা বাক্যাংশের বা বাক্যের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে, তাকে সমুচ্চয়ী অব্যয় বলে। এই সম্পর্ক সংযোজন, বিয়োজন বা সংকোচন যে কোনটিই হতে পারে। একে সম্বন্ধবাচক অব্যয়ও বলে।

ক) সংযোজক অব্যয়ঃ	
ব্যবহৃত শব্দঃ	ও, আর, তাই, অধিকন্তু, সুতরাং, ইত্যাদি।
উদাহরণঃ	তিনি সৎ, তাই সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করে।
খ) বিয়োজক অব্যয়ঃ	
ব্যবহৃত শব্দঃ	কিংবা, বা, অথবা, নতুবা, না হয়, নয়তো, ইত্যাদি।
উদাহরণঃ	আবুল কিংবা আব্দুল এই কাজ করেছে। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।
গ) সংকোচক অব্যয়ঃ	
ব্যবহৃত শব্দঃ	কিন্তু, বরং, অথচ, তথাপি, যদ্যপি, ইত্যাদি।
উদাহরণঃ	তিনি বিদ্বান, অথচ সৎ ব্যক্তি নন। তিনি শিক্ষিত, কিন্তু অসৎ।
ঘ) অনুগামী সমুচ্চয়ী অব্যয়ঃ	
ব্যবহৃত শব্দঃ	যে, যদি, যদিও, যেন প্রভৃতি
উদাহরণঃ	তিনি এত পরিশ্রম করেন যে তার স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ার আশঙ্কা আছে। আজ যদি (শর্ত বাচক) পারি, একবার সেখানে যাব। এভাবে চেষ্টা করবে যেন কৃতকার্য হতে পার।

২. অনন্বয়ী অব্যয়ঃ
যে সব অব্যয় পদ নানা ভাব বা অনুভূতি প্রকাশ করে, তাদেরকে অনন্বয়ী অব্যয় বলে। এগুলো বাক্যের অন্য কোন পদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রেখে স্বাধীনভাবে বাক্যে ব্যবহৃত হয়। যেমনঃ

উচ্ছ্বাস প্রকাশে	মরি মরি! কী সুন্দর প্রভাতের রূপ!
স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি প্রকাশে	হ্যাঁ, আমি যাব। না, আমি যাব না।
সম্মতি প্রকাশে	আমি আজ আলবত যাব। নিশ্চয়ই পারবো।
অনুমোদন প্রকাশে	আপনি যখন বলছেন, বেশ তো আমি যাবো।
সমর্থন প্রকাশে	আপনি যা জানেন তা তো ঠিকই বটে।
যন্ত্রণা প্রকাশে	উঃ! পায়ে বড্ড লেগেছে।
ঘৃণা বা বিরক্তি প্রকাশে	ছি ছি, তুমি এতো নীচ! কি আপদ! লোকটা যে পিছু ছাড়ে না।
সম্বোধন প্রকাশে	‘ওগো, আজ তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে।’
সম্ভাবনা প্রকাশে	সংশয়ে সংকল্প সদা টলে/পাছে লোকে কিছু বলে।
বাক্যালংকার হিসেবে	কত না হারানো স্মৃতি জাগে আজও মনে। হায়রে ভাগ্য, হায়রে লজ্জা, কোথায় সভা, কোথায় সজ্জা।

৩. অনুসর্গ অব্যয়ঃ
যে সকল অব্যয় শব্দ বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের বিভক্তির ন্যায় বসে কারকবাচকতা প্রকাশ করে তাদের অনুসর্গ অব্যয় বলে। অনুসর্গ অব্যয় ‘পদান্বয়ী অব্যয়’ নামেও পরিচিত। যেমনঃ ওকে দিয়ে এ কাজ হবে না। (দিয়ে অনুসর্গ অব্যয়)।
অনুসর্গ অব্যয় দুই প্রকার। যেমনঃ

ক. বিভক্তিসূচক অব্যয়
খ. বিভক্তি রূপে ব্যবহৃত অনুসর্গ

৪. অনুকার অব্যয়ঃ
যে সকল অব্যয় অব্যক্ত রব, শব্দ বা ধ্বনির অনুকরণে গঠিত হয়, সেগুলোকে অনুকার অব্যয় বলে। একে ধ্বন্যাত্মক অব্যয় বলে। যথাঃ

বজ্রের ধ্বনি - কড় কড়
বৃষ্টির তুমুল শব্দ – ঝম ঝম
স্রোতের ধ্বনি – কল কল
বাতাসের গতি – শন শন
শুষ্ক পাতার শব্দ – মর মর
নূপুরের আওয়াজ – রুম ঝুম
মেঘের গর্জন – গুড় গুড়
সিংহের গর্জন – গর গর
ঘোড়ার ডাক – চিঁহি চিঁহি
কোকিলের রব – কুহু কুহু
চুড়ির শব্দ – টুং টাং
কাকের ডাক – কা কা

অনুভূতিমূলক অব্যয়ও অনুকার অব্যয়ের শ্রেণিভুক্ত।
যথাঃ ঝাঁ ঝাঁ (প্রখরতাবাচক), খাঁ খাঁ (শূন্যতাবাচক), কচ কচ, কট কট, টল মল, ঝল মল, চক চক, ছম ছম, টল টন, খট খট ইত্যাদি।

কিছু বিশেষ অব্যয়ঃ

ক. অব্যয় বিশেষণঃ

কতগুলো অব্যয় বাক্যে ব্যবহৃত হলে নামবিশেষণ, ক্রিয়াবিশেষণ ও বিশেষণীয় বিশেষণের অর্থবাচকতা প্রকাশ করে থাকে। এদের অব্যয় বিশেষণ বলা হয়। যেমনঃ

নামবিশেষণ	অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ
ভাব বিশেষণ	আবার যেতে হবে
ক্রিয়াবিশেষণ	অন্যত্র চলে যায়

খ. নিত্য সম্বন্ধীয় অব্যয়ঃ

কতগুলো যুগ্মশব্দ পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল সেগুলো নিত্য সম্বন্ধীয় অব্যয় রূপে পরিচিত। যেমনঃ যথা-তথা, যত-তত, যখন-তখন, যেরূপ-সেরূপ ইত্যাদি। উদাহরণঃ যথা ধর্ম তথা জয়। যত গর্জে তত বর্ষে না।

গ. ত (সংস্কৃত তস্) প্রত্যয়ান্ত অব্যয়ঃ

ত-প্রত্যয়ান্ত অব্যয় বাংলায় ব্যবহৃত হয়। উদাহরণঃ ধর্মত বলছি। দুর্ভাগ্যবশত পরীক্ষায় ফেল করেছি। অন্তত তোমার যাওয়া উচিত। জ্ঞানত মিথ্যা বলিনি।

একই অব্যয় শব্দের বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার

১. আর

পুনরাবৃত্তির অর্থে	ও দিকে আর যাব না।
নির্দেশ অর্থে	বল, আর কী চাও?
নিরাশায়	সে দিন কি আর আসবে?
বাক্যালংকারে	আর কি বাজবে বাঁশি?

২. ও

সংযোগ অর্থে	করিম ও রহিম দুই ভাই।
সম্ভাবনায়	আজ বৃষ্টি হতেও পারে।
তুলনায়	ওকে বলাও যা, না বলাও তা।
স্বীকৃতি জ্ঞাপনে	খেতে যাবে? গেলেও হয়।
হতাশা জ্ঞাপনে	এত চেষ্টাতেও হলো না।

৩. কি/কী

জিজ্ঞাসায়	তুমি কি বাড়ি যাচ্ছ?
বিরক্তি প্রকাশে	কী বিপদ, লোকটা যে পিছু ছাড়ে না।
সাকুল্য অর্থে	কি আমীর কি ফকির, একদিন সকলকেই যেতে হবে।
বিড়ম্বনা প্রকাশে	তোমাকে নিয়ে কী মুশকিলেই না পড়লাম।

৪. না

নিষেধ অর্থে	এখন যেও না।
বিকল্প প্রকাশে	তিনি যাবেন, না হয় আমি যাব।
আদর প্রকাশে বা অনুরোধে	আর একটি মিষ্টি খাও না খোকা। আর একটা গান গাও না।
সম্ভাবনায়	তিনি না কি ঢাকায় যাবেন।
বিস্ময়ে	কী করেই না দিন কাটাচ্ছ।
তুলনায়	ছেলে তো না, যেন একটা হিটলার।

৫. যেন

উপমায়	মুখ যেন পদ্মফুল।
প্রার্থনায়	খোদা যেন তোমার মঙ্গল করেন।
তুলনায়	ইস্, ঠান্ডা, যেন বরফ।
অনুমানে	লোকটা যেন আমার পরিচিত মনে হলো।
সতর্ককরণে	সাবধানে চল, যেন পা পিছলে না পড়।
ব্যঙ্গ প্রকাশে	ছেলে তো নয় যেন ননীর পুতুল।

অনুশীলন

১.পৃথিবীর সব সুন্দর আপনাকে গোপন রাখে, আরঅসুন্দর সে নিজেই এগিয়ে আসে। —এই বাক্যে 'সুন্দর শব্দটি কোন পদ?
ক) বিশেষণ
খ) সর্বনাম
গ) বিশেষ্য
ঘ) অব্যয়

২."বিশ্বজন" শব্দটি বিশেষ্য হলে এর বিশেষণ পদ কী হবে?
ক) বিশ্বজন
খ) সর্বজনীন
গ) বিশ্বজনীন
ঘ) ঐশ্বরিক

৩.নিচের কোনটি বিদেশী অব্যয় শব্দ?
ক) আর
খ) খুব
গ) ঈষৎ
ঘ) সহসা

৪.নিচের কোনটি গুণবাচক বিশেষ্য?
ক) কিশোর
খ) তারুণ্য
গ) মধুর
ঘ) পাথুরে

৫.সংস্কৃত থেকে আগত অব্যয় শব্দ কোনটি?
ক) হ্যাঁ
খ) সুতরাং
গ) আলবৎ
ঘ) চকিৎ

৬.'গমন' - কোন প্রকারের পদ?
ক) বিশেষ্য
খ) বিশেষণ
গ) সর্বনাম
ঘ) ক্রিয়া

৭.'অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ' - বাক্যটিতে রয়েছেঃ
ক) ভাব বিশেষণ
খ) নাম বিশেষণ
গ) বিশেষণের অতিশায়ন
ঘ) বাক্যের বিশেষণ

৮.'তার মুখ যেন এক পদ্ম ফুল'- বাক্যটিতে 'যেন' অব্যয়টি কী বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক) তুলনা বোঝাতে
খ) উপমা হিসেবে
গ) কল্পনা বোঝাতে
ঘ) সম্ভাবনা বোঝাতে

৯.অনন্বয়ী অব্যয়ের উদাহরণ কোনটি?
ক) ঝম ঝম
খ) মরি মরি
গ) কিন্তু
ঘ) অথবা

১০.জীবনের পাঁচটি বছর এভাবে কেটেছে- এখানে পাঁচটি কোন পদ?
ক) বিশেষণ
খ) বিশেষ্য
গ) অব্যয়
ঘ) সর্বনাম

১১.'দূর' বিশেষণ পদের বিশেষ্য রূপ কী হবে?
ক) দূরবর্তী
খ) দূরত্ব
গ) দৌরাত্ম
ঘ) দূরস্থিত

১২.নিচের কোনটি বিশেষণের অতিশায়ন?
ক) সূর্য পৃথিবী অপেক্ষা বৃহত্তর
খ) যমুনা বাংলাদেশের অতি দীর্ঘ একটি নদী
গ) যায় দিন ভালো, আসে দিন খারাপ
ঘ) এর চেয়ে মন্দ আর হতে পারে না।

১৩.'পরস্পর' কোন জাতীয় সর্বনাম?
ক) সাকুল্যবাচক
খ) সাপেক্ষ
গ) অনাদিবাচক
ঘ) ব্যতিহারিক

১৪.'মেটে পুতুল'- কোন ধরনের বিশেষণ রয়েছে?
ক) উপাদানবাচক
খ) রূপবাচক
গ) অবস্থাবাচক
ঘ) গুণবাচক

১৫.তিনি সাহসী, তাই সকলে তাঁকে শ্রদ্ধা কর- 'তাই' কোন অব্যয়? –
ক) সংযোজক অব্যয়
খ) অনন্বয়ী অব্যয়
গ) সমুচ্চয়ী
ঘ) সংকোচক অব্যয়

১৬.কোন কোন পদের পুরুষ হয় না?
ক) বিশেষ্য ও অব্যয়
খ) ক্রিয়া ও অব্যয়
গ) ক্রিয়া ও সর্বনাম
ঘ) বিশেষণ ও অব্যয়

১৭.ব্যাকরণের যে অংশে পদ প্রকরণ আলোচিত হয়ঃ
ক. ধ্বনিতত্ত্ব
খ. রূপতত্ত্ব
গ. বাক্যতত্ত্ব
ঘ. অলংকারতত্ত্ব

১৮.যে পদে কখনোই কোন বিভক্তি যুক্ত হয় না?
ক. অব্যয়
খ. বিশেষণ
গ. সর্বনাম
ঘ. বিশেষ্য

১৯.'নিশ্চয়ই পারবে' এই বাক্যে 'নিশ্চয়ই' কোন অব্যয়ঃ
ক) অনন্বয়ী অব্যয়*
খ) সমুচ্চয়ী অব্যয়
গ) নিত্য সম্বন্ধনীয় অব্যয়
ঘ) অনুকার অব্যয়

২০.মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন- এখানে কিংবা অব্যয়টি কোন অব্যয়?
ক) সংকোচক অব্যয়
খ) অনন্বয়ী অব্যয়
গ) বিয়োজক অব্যয়
ঘ) সংযোজক অব্যয়

ক্রিয়াপদ

• যে পদের দ্বারা কোনো কার্য সম্পাদন করা বোঝায় তাকে ক্রিয়াপদ বলে। যেমনঃ

• অনুক্ত ক্রিয়াপদঃ কখনো কখনো বাক্যে ক্রিয়াপদ উহ্য বা অনুক্ত থাকতে পারে। বাক্যে সাধারণত 'হু' ও 'আছ' ধাতু গঠিত ক্রিয়াপদ উহ্য থাকে। যেমনঃ
ইনি আমার ভাই = ইনি আমার ভাই (হন)।
আজ প্রচণ্ড গরম = আজ প্রচণ্ড গরম (অনুভূত হচ্ছে)
তোমার মা কেমন? = তোমার মা কেমন (আছেন)?

ভাব প্রকাশের ওপর ভিত্তি করে ক্রিয়াপদ ২ প্রকার। যথাঃ
ক. সমাপিকা ক্রিয়া
খ. অসমাপিকা ক্রিয়া

ক) সমাপিকা ক্রিয়াঃ

সংজ্ঞা	যে ক্রিয়াপদ দ্বারা বাক্যের (মনোভাবের) পরিসমাপ্তি জ্ঞাপিত হয় তাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে। উদাহরনঃ ছেলেরা খেলা করছে। এ বছর বন্যায় ফসলের ক্ষতি হয়েছে।
গঠন	সমাপিকা ক্রিয়া সকর্মক, অকর্মক ও দ্বিকর্মক হতে পারে। ধাতুর সঙ্গে বর্তমান, অতীত বা ভবিষ্যৎ কালের বিভক্তি যুক্ত হয়ে সমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয়।

যেমনঃ
শফিক বই পড়ে (সকর্মক ক্রিয়া, বর্তমান কাল)।
নাসির সারা দিন খেলেছিল (অকর্মক ক্রিয়া, অতীত কাল)।
আমি তোমাকে একটি বই উপহার দেব, (দ্বিকর্মক ক্রিয়া, ভবিষ্যৎ কাল)।

খ) অসমাপিকা ক্রিয়াঃ

সংজ্ঞা	যে ক্রিয়া দ্বারা বাক্যের পরিসমাপ্তি ঘটে না, বক্তার কথা অসম্পূর্ণ থেকে যায় তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে।
গঠন	ধাতুর সঙ্গে কাল নিরপেক্ষ-ইয়া (য়ে), –ইতে (তে) অথবা –ইলে (লে) বিভক্তি যুক্ত হয়ে অসমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয়। যেমন – যত্ন করলে রত্ন মেলে। তাকে খুঁজে নিয়ে আসতে চেষ্টা করবে।

যেমনঃ

অসমাপিকা ক্রিয়া	পূর্ণ মনোভাব
প্রভাতে সূর্য উঠলে .....।	প্রভাতে সূর্য উঠলে অন্ধকার দূর হয়।
আমরা হাত-মুখ ধুয়ে .....।	আমরা হাত মুখ ধুয়ে পড়তে বসলাম।
আমরা বিকেলে খেলতে .....।	আমরা বিকেলে খেলতে যাই।

অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহারঃ

১. 'ইলে' > 'লে' বিভক্তিযুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহারঃ
ক. কার্যপরম্পরা বোঝাতেঃ চারটা **বাজলে** স্কুলের ছুটি হবে।
খ. প্রশ্ন বা বিস্ময় জ্ঞাপনেঃ একবার **মরলে** কী কেউ ফেরে?
গ. সম্ভাব্যতা অর্থেঃ এখন বৃষ্টি **হলে** ফসলের ক্ষতি হবে।
ঘ. সাপেক্ষতা বোঝাতেঃ তিনি গেলে কাজ হবে।
ঙ. দার্শনিক সত্য প্রকাশেঃ '**জন্মিলে** মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে'?
চ. বিধিনির্দেশেঃ এখানে প্রচারপত্র **লাগালে** ফৌজদারিতে সোর্পদ হবে।
ছ. সম্ভাবনার বিকল্পেঃ আজ **গেলেও** যা, কাল **গেলেও** তা।
জ. পরিণতি বোঝাতেঃ বৃষ্টিতে **ভিজলে** সর্দি হবে।

২. 'ইয়া'' 'এ' বিভক্তি যুক্তি অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহারঃ
ক. অনন্তরতা বা পর্যায় বোঝাতেঃ হাত-মুখ **ধুয়ে পড়তে** বস।
খ. হেতু অর্থেঃ ছেলেটি কুসঙ্গে **মিশে** নষ্ট হয়ে গেল।
গ. ক্রিয়া-বিশেষণ অর্থেঃ **চেচিঁয়ে** কথা বলো না।
ঘ. ক্রিয়ার অবিচ্ছিন্নতা বোঝাতেঃ 'হৃদয়ের কথা **কহিয়া কহিয়া গাহিয়া** গান।'
ঙ. ভাববাচক বিশেষ্য গঠনেঃ সেখানে আর **গিয়ে** কাজ নেই।
চ. অব্যয় পদের অনুরূপঃ ঢাকা **গিয়ে** বাড়ি যাব।

৩. 'ইতে' >'তে' বিভক্তি যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহারঃ
ক. ইচ্ছা প্রকাশেঃ এখন আমি **যেতে** চাই।
খ. উদ্দেশ্য বা নিমিত্ত অর্থেঃ মেলা **দেখতে** ঢাকা যাব।
গ. সামর্থ্য বোঝাতেঃ খোকা এখন **হাঁটতে** পারে।
ঘ. বিধি বোঝাতেঃ বাল্যকালে বিদ্যাভাস **করতে** হয়।
ঙ. দেখা বা জানা অর্থেঃ রমলা **গাইতে** জানে।
চ. আবশ্যকতা বোঝাতেঃ এখন ট্রেন **ধরতে** হবে।
ছ. সূচনা বোঝাতেঃ রাণী এখন ইংরেজী **পড়তে** শিখছে
জ. বিশেষণবাচকতায়ঃ লোকটাকে **দৌঁড়াতে** দেখলাম।
ঝ. ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য গঠনেঃ তোমাকে তো এ গ্রামে **থাকতে** দেখিনি।
ঞ. অনুসর্গরূপেঃ'কোন দেশেতে তরুলতা সকল দেশের **চাইতে** শ্যামল।
ট. বিশেষ্যর সঙ্গে অন্বয় সাধনেঃ '**দেখিতে** বাসনা মাগো তোমার চরণ।'
ঠ. বিশেষণের সঙ্গে অন্বয় সাধনেঃ পদ্মফুল **দেখতে** সুন্দর।

৪. 'ইতে' » 'তে' বিভক্তি যুক্ত ক্রিয়ার দ্বিত্ব প্রয়োগঃ
ক. নিরন্তরতা প্রকাশেঃ **কাটিতে কাটি**তে ধান এলো বরষা।'
খ. সমকাল বোঝাতেঃ 'সেঁউতিতে পদ দেবী **রাখিতে রাখিতে**। সেঁউতি হইল সোনা **'দেখিতে দেখিতে**'।

২. বিবিধঃ
অন্যান্যভাবে ক্রিয়াপদ ৬ প্রকার। যথাঃ
ক) সকর্মক ক্রিয়া
খ) অকর্মক ক্রিয়া
গ) প্রযোজক ক্রিয়া
ঘ) নামধাতু ও নামধাতুর ক্রিয়া
ঙ) যৌগিক ক্রিয়া
চ) মিশ্র ক্রিয়া

ক) সকর্মক ক্রিয়াঃ

সংজ্ঞা	যে ক্রিয়ার কর্মপদ আছে তাই সকর্মক ক্রিয়া। ক্রিয়ার সাথে কী বা কাকে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় তাই ক্রিয়ার কর্মপদ। কর্মপদযুক্ত ক্রিয়াই সকর্মক ক্রিয়া।
গঠন	ক্রিয়ামূল বা ধাতুর সঙ্গে পুরুষ অনুযায়ী কালসূচক ক্রিয়াবিভক্তি যোগ করে ক্রিয়াপদ গঠন করতে হয়। যেমনঃ 'পড়ছে'-পড় 'ধাতু'+'ছে' বিভক্তি।

যেমনঃ বাবা আমাকে একটি কলম কিনে দিয়েছেন।
প্রশ্নঃ কী দিয়েছেন? উত্তর: কলম (কর্মপদ)
প্রশ্নঃ কাকে দিয়েছেন? উত্তর: আমাকে (কর্মপদ)
'দিয়েছেন' ক্রিয়াপদটির কর্ম পদ থাকায় এটি সকর্মক ক্রিয়া।

খ) অকর্মক ক্রিয়াঃ
যে ক্রিয়ার কর্ম নাই, তা অকর্মক ক্রিয়া। যেমনঃ মেয়েটি হাসে। 'কী হাসে' বা 'কাকে হাসে' প্রশ্ন করলে কোন উত্তর হয় না। কাজেই 'হাসে' ক্রিয়াটি অকর্মক ক্রিয়া।

দ্বিকর্মক ক্রিয়াঃ
যে ক্রিয়ার দুটি কর্মপদ থাকে তাকে দ্বিকর্মক ক্রিয়া বলে। দ্বিকর্মক ক্রিয়ার বস্তুবাচক কর্মপদটিকে মুখ্য বা প্রধান কর্ম এবং ব্যক্তিবাচক কর্মপদটিকে গৌণকর্ম বলে। যেমনঃ বাবা আমাকে একটি কলম কিনে দিয়েছেন। বাক্যে 'কলম' (বস্তু) মুখ্যকর্ম এবং 'আমাকে' (ব্যক্তি) গৌণকর্ম।

সমধাতুজ কর্মঃ
বাক্যের ক্রিয়া ও কর্মপদ একই ধাতু থেকে গঠিত হলে ঐ কর্মপদকে সমধাতুজ কর্ম বা ধাত্বর্থক কর্মপদ বলে। যেমনঃ আর কত খেলা খেলবে। মূল 'খেলা' ধাতু থেকে ক্রিয়াপদ 'খেলবে' এবং কর্মপদ 'খেলা' উভয়ই গঠিত হয়েছে। তাই 'খেলা' পদটি সমধাতুজ বা ধাত্বর্থক কর্ম।

সমধাতুজ কর্মপদ অকর্মক ক্রিয়াকে সকর্মক করে। যেমনঃ
এমন সুখের মরণ কে মরতে পারে?
বেশ এক ঘুম ঘুমিয়েছি।
আর মায়াকান্না কেঁদো না গো বাপু।

সকর্মক ক্রিয়ার অকর্মক রূপঃ
প্রয়োগ বৈশিষ্ট্য সকর্মক ক্রিয়া ও অকর্মক হতে পারে। যেমনঃ

অকর্মক	সকর্মক
আমি চোখে দেখি না।	আকাশে চাঁদ দেখি না।
ছেলেটা কানে শোনে না।	ছেলেটা কথা শোনে।
আমি রাতে খাব না।	আমি রাতে ভাত খাব না।
অন্ধকারে আমার খুব ভয় করে।	বাবাকে আমার খুব ভয় করে।

গ) প্রযোজক ক্রিয়াঃ

যে ক্রিয়া একজনের প্রযোজনা বা চালনায় অন্য কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয় সেই ক্রিয়াকে প্রযোজক ক্রিয়া বলে। সংস্কৃত ব্যাকরণে একে ণিজন্ত ক্রিয়া বলা হয়।

প্রযোজক ক্রিয়া	যে ক্রিয়া প্রযোজনা করে তাকে প্রযোজক কর্তা বলে।
প্রযোজ্য কর্তা	যাকে দিয়ে ক্রিয়াটি অনুষ্ঠিত হয় তাকে প্রযোজ্য কর্তা বলে।
প্রযোজক ক্রিয়ার গঠন	প্রযোজক ক্রিয়ার ধাতু = মূল ক্রিয়ার ধাতু + আ। যেমনঃ মূল ধাতু √হাস্ + আ = হাসা (প্রযোজক ক্রিয়ার ধাতু)। হাসা + চ্ছেন বিভক্তি = হাসাচ্ছেন (প্রযোজক ক্রিয়া)।

যেমনঃ

প্রযোজক কর্তা	প্রযোজ্য কর্তা	প্রযোজক ক্রিয়া
মা	শিশুকে	চাঁদ দেখাচ্ছেন।
তুমি	খোকাকে	কাঁদিও না।
সাপুড়ে	সাপ	খেলায়।

জ্ঞাতব্যঃ প্রযোজক ক্রিয়া রূপে ব্যবহৃত হলে অকর্মক প্রযোজক ক্রিয়া সকর্মক হয়।

ঘ) নামধাতু ও নামধাতুর ক্রিয়াঃ

সংজ্ঞা

বিশেষ্য, বিশেষণ এবং ধ্বনাত্মক অব্যয়ের পরে 'আ' প্রত্যয়যোগে যেসব ধাতু গঠিত হয়, সেগুলোকে নামধাতু বলা হয়। নামধাতুর সঙ্গে পুরুষ বা কালসূচক ক্রিয়া-বিভক্তি যোগে নামধাতুর ক্রিয়াপদ গঠিত হয়।

যেমনঃ

ক. বাঁকা (বিশেষণ) + আ (প্রত্যয়) = বাঁকা (নামধাতু)। যথা—

কঞ্চিটি বাঁকিয়ে ধর (নামধাতুর ক্রিয়াপদ)।

খ. ধ্বনাত্মক অব্যয়ঃ কন কন – দাঁতটি ব্যথায় কনকনাচ্ছে। ফোঁস – অজগরটি ফোঁসাচ্ছে।

আ—প্রত্যয় যুক্ত না হয়েও কয়েকটি নামধাতু বাংলা ভাষায় মৌলিক ধাতুর মতো ব্যবহৃত হয়। যেমনঃ

ফল — বাগানে বেশ কিছু লিচু ফলেছে।

টক — তরকারি বাসি হলে টকে।

ছাপা — আমার বন্ধু বইটা ছেপেছে।

ঙ) যৌগিক ক্রিয়াঃ

একটি সমাপিকা ও একটি অসমাপিকা ক্রিয়া যদি একত্রে একটি বিশেষ বা সম্প্রসারিত অর্থ প্রকাশ করে তাকে যৌগিক ক্রিয়া বলে।

যেমনঃ

তাগিদ দেওয়া অর্থে	ঘটনাটা শুনে রাখ।
নিরন্তরতা অর্থে	তিনি বলতে লাগলেন।
কার্যসমাপ্তি অর্থে	ছেলেমেয়েরা শুয়ে পড়ল।

আকস্মিকতা অর্থে	সাইরেন বেজে উঠল।
অভ্যস্ততা অর্থে	শিক্ষায় মন সংস্কারমুক্ত হয়ে থাকে।
অনুমোদন অর্থে	এখন যেতে পার।

চ) মিশ্র ক্রিয়াঃ

সংজ্ঞা বিশেষ্য, বিশেষণ ও ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের সঙ্গে কর্, হ্, দে, পা, যা, কাট্, গা, ছাড়্, ধর্, মার্, প্রভৃতি ধাতুযোগে গঠিত ক্রিয়াপদ বিশেষ বিশেষ অর্থে মিশ্র ক্রিয়া গঠন করে।

যেমনঃ

বিশেষ্যের উত্তর (পরে)	আমরা তাজমহল দর্শন করলাম। এখন গোল্লায় যাও।
বিশেষণের উত্তর (পরে)	তোমাকে দেখে বিশেষ প্রীত হলাম।
ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের উত্তর (পরে)	মাথা ঝিম ঝিম্ করছে। ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি পড়ছে।

যৌগিক ক্রিয়ার গঠন বিধিঃ

অসমাপিকা ক্রিয়ার পরে যা, পড়, দেখ, লাগ্, ফেল্, আস্, উঠ, দে, লহ্, থাক্,প্রভৃতি ধাতু থেকে সমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয়ে উভয়ে মিলিতভাবে যৌগিক ক্রিয়া তৈরি করে, এসব যৌগিক ক্রিয়া বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে। যেমনঃ

১. যা-ধাতু

সমাপ্তি অর্থেঃ	বৃষ্টি **থেমে গেল।**
অবিরাম অর্থেঃ	গায়ক **গেয়ে যাচ্ছেন।**
ক্রমশ অর্থেঃ	চা **জুড়িয়ে যাচ্ছে।**
সম্ভাবনা অর্থেঃ	এখন যাওয়া **যেতে পারে।**

২.পড়-ধাতু

সমাপ্তি অর্থেঃ	এখন **শুয়ে পড়।**
ব্যাপ্তি অর্থেঃ	কথাটা **ছড়িয়ে পড়েছে।**
আকস্মিকতা অর্থেঃ	এখনই তুফান **এসে পড়বে।**
ক্রমশ অর্থেঃ	কেমন যেন মনমরা **হয়ে পড়েছি।**

৩.দেখ-ধাতু

মনোযোগ আকর্ষণেঃ	এদিকে **চেয়ে দেখ।**
পরীক্ষা অর্থেঃ	লবণটা **চেখে দেখ।**
ফল সম্ভাবনায়ঃ	সাহেবকে **বলে দেখ।**

৪.আস-ধাতু

সম্ভাবনায়ঃ	আজ বিকেলে বৃষ্টি **আসতে পারে**।
অভ্যস্ততায়ঃ	আমরা এ কাজই **করে আসছি**।
আসন্ন সমাপ্তি অর্থেঃ	ছুটি **ফুরিয়ে আসছে**।

৫.দি-ধাতু

সম্ভাবনায়ঃ	আমাকে **যেতে দাও**।
অভ্যস্ততায়ঃ	কাজটা শেষ **করে দিলাম**।
আসন্ন সমাপ্তি অর্থেঃ	আমাকে অঙ্কটা **বুঝিয়ে দাও**।

৬.নি-ধাতু

নির্দেশ জ্ঞাপনেঃ	এবার কাপড়-চোপড় **গুছিয়ে নাও**।
পরীক্ষা অর্থেঃ	কষ্টি পাথরে সোনাটা **কষে নাও**।

৭.ফেল্-ধাতু

সম্পূর্ণতা অর্থেঃ	সন্দেশগুলো **খেয়ে ফেল**।
আকস্মিকতা অর্থেঃ	ছেলেরা **হেসে ফেলল**।

৮. উঠ-ধাতু

ক্রমান্বয়তা বোঝাতেঃ	ঋণের বোঝা ভারী **হয়ে উঠছে**।
অভ্যাস অর্থেঃ	শুধু শুধু তিনি **রেগে ওঠেন**।
আকস্মিকতা অর্থেঃ	সে হঠাৎ **চেঁচিয়ে উঠল**।
সম্ভাবনা অর্থেঃ	আমার আর থাকা হয়ে **উঠল না**।
সামর্থ্য অর্থেঃ	এসব কথা আমার সহ্য হয়ে **ওঠে না**।

৯. লাগ-ধাতু

অবিরাম অর্থেঃ	খোকা **কাঁদতে লাগল**।
সূচনা নির্দেশঃ	এখন কাজে **লাগতো** দেখি।

১০.থাক-ধাতু

নিরন্তরতা অর্থেঃ	এবার **ভাবতে থাক।**
সম্ভাবনা অর্থেঃ	তিনি হয়তো **বলে থাকবেন।**
সন্দেহ প্রকাশেঃ	সে-ই কাজটা **করে থাকবে।**
নির্দেশেঃ	আর দরকার নেই, এবার **বসে থাক।**

ক্রিয়ার ভাব (Mood)

ক্রিয়ার ভাব চার প্রকার। যেমনঃ

১. নির্দেশক ভাব (Indicative Mood)
২. অনুজ্ঞা ভাব (Imperative Mood)
৩. সাপেক্ষ ভাব (Subjunctive Mood)
৪. আকাঙ্ক্ষা প্রকাশক ভাব (Optative Mood)

১। নির্দেশক ভাবঃ

সাধারণ ঘটনা নির্দেশ করলে বা কিছু জিজ্ঞাসা করলে ক্রিয়াপদের নির্দেশক ভাব হয়। যেমনঃ

সাধারণ নির্দেশক	আমরা বই পড়ি। তারা বাড়ি যাবে।
প্রশ্ন জিজ্ঞাসায়	আপনি কি আসবেন? সে কি গিয়েছিল?

২। অনুজ্ঞা ভাবঃ

আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, অনুরোধ, আশীর্বাদ ইত্যাদি সূচিত হলে ক্রিয়াপদের অনুজ্ঞা ভাব হয়। যেমনঃ

আদেশাত্মক	বর্তমান কালে - চুপ কর। ভবিষ্যত কালে - তুমি কাল যেও।
নিষেধাত্মক	বর্তমান কালে - অন্যায় কাজ করো না। ভবিষ্যত কালে - মিথ্যা বলবে না।
অনুরোধসূচক	বর্তমান কালে - ছাতাটা দিন তো ভাই। ভবিষ্যত কালে - আপনারা আসবেন।
উপদেশাত্মক	বর্তমান কালে - মন দিয়ে পড়। ভবিষ্যত কালে - স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখো।

৩। সাপেক্ষ ভাবঃ
একটি ক্রিয়ার সংঘটন অন্য একটি ক্রিয়ার ওপর নির্ভর করলে, নির্ভরশীল ক্রিয়াকে সাপেক্ষ ভাব ক্রিয়া বলা হয়। যেমনঃ

সম্ভাবনায়	তিনি ফিরে এলে সবকিছুর মীমাংসা হবে। যদি সে পড়ত তবে পাশ করত।
উদ্দেশ্য বোঝাতে	ভালো করে পড়লে সফল হবে।
ইচ্ছা বা কামনায়	আজ বাবা বেঁচে থাকলে আমার এত কষ্ট হতো না।

৪। আকাঙ্ক্ষা প্রকাশক ভাবঃ
যে ক্রিয়াপদে বক্তা সোজাসুজি কোনো ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে তাকে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশক ভাবের ক্রিয়া বলা হয়। যেমনঃ
সে যাক। যা হয় হোক।
সে একটু হাসুক।
বৃষ্টি আসে আসুক।
তার মঙ্গল হোক।

অনুশীলন

১.সাধু রীতি থেকে চলিত রীতিতে রূপান্তরের সময় কোন পদে পরিবর্তন ঘটে?
ক. বিশেষ্য ও বিশেষণ
খ. সর্বনাম ও ক্রিয়া
গ. বিশেষণ ও ক্রিয়া
ঘ. বিশেষ্য ও সর্বনাম

২.আজ তিনি এখানে থাকলে আমাদের এতো কষ্ট হতো না- বাক্যটি কোন ভাবের ক্রিয়া।
ক. অনুজ্ঞা ভাব
খ. সাপেক্ষ ভাব
গ. আকাঙ্ক্ষা প্রকাশক ভাব
ঘ. অনির্দেশক ভাব

৩.আমরা তাজমহল দর্শন করলাম- এটি কোন ক্রিয়ার উদাহরণ?
ক. যৌগিক ক্রিয়া
খ. দ্বিকর্মক ক্রিয়া
গ. মিশ্র ক্রিয়া
ঘ. ণিজন্ত ক্রিয়া

৪.নিচের কোন পদটি প্রত্যেক বাক্যের জন্য অপরিহার্য?
ক. সর্বনাম পদ
খ. বিশেষণ পদ
গ. বিশেষ্য পদ
ঘ. ক্রিয়া পদ

৫.শিক্ষায় মন সংস্কারমুক্ত হয়ে থাকে - এখানে কোন অর্থে যৌগিক ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে?
ক) চিরন্তন সত্য অর্থে
খ) নিরন্তরতা অর্থে
গ) অভ্যস্ততা অর্থে
ঘ) কার্যসমাপ্তি অর্থে

৬.যে ভাষারীতিতে ক্রিয়া, সর্বনাম ও অনুসর্গের পূর্ণরূপ ব্যবহৃত হয়-
ক. চলিত ভাষারীতিতে
খ. সাধু ভাষারীতিতে
গ. সমাজ উপভাষায়
ঘ. আঞ্চলিক উপভাষায়

৭.ক্রিয়ার ভাব কত প্রকার?
ক) তিন
খ) পাঁচ
গ) চার
ঘ) দুই

৮.প্রযোজক ক্রিয়ার অপর নাম কি ?
ক. সকর্মক ক্রিয়
খ. অকর্মক ক্রিয়া
গ. ধ্বণাত্মক ক্রিয়া
ঘ. ণিজন্ত ক্রিয়া

৯.ক্রিয়াপদ-
ক. সবসময়ে বাক্যে থাকবে
খ. কখনো বাক্যে উহ্য থাকতে পারে
গ. শুধু অতীতকাল বোঝাতে বাক্যে ব্যবহৃত হয়
ঘ. আসলে বিশেষণ থেকে অভিন্ন

১০.যে ধাতু থেকে অনুক্ত ক্রিয়াপদ বেশি হয়ঃ
ক. হ
খ. থাক
গ. গ্যেছ
ঘ. লাগ

১১.নিচের কোনটি অনুজ্ঞা প্রকাশক?
ক. তুমি গিয়েছিলে
খ. তুমি যাও
গ. তুমি যাচ্ছিলে
ঘ. তুমি যাচ্ছ

১২."ঋণের বোঝা ভারী হয়ে উঠছে" - কি অর্থ বোঝাচ্ছে?
ক) ক্রমান্বয়তা
খ) সম্পূর্ণতা
গ) হতাশা
ঘ) সামর্থ্যের অভাব

১৩.নিচের কোনটিতে নামধাতুর ব্যবহার ঘটেছে?
ক) তরকারি বাসি হলে টকে।
খ) মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন।
গ) আমি রাতে ভাত খাবো না।
ঘ) বেশ এক ঘুম ঘুমিয়েছি।

১৪.কোনটি অসমাপিকা ক্রিয়া প্রকাশের বিভক্তি ?
ক. ইয়া > এ
খ. ইলে > লে
গ. ইতে > তে
ঘ. ইনে > নে

১৫.বাক্যের ব্যক্তিবাচক কর্ম পদটি বলে -
ক. গৌণ কর্ম
খ. মুখ্য কর্ম
গ. দ্বিকর্মক
ঘ. সমধাতুজ কর্ম

১৬.মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন - কোন ক্রিয়ার উদাহরণ ?
ক. অকর্মক
খ. সকর্মক
গ. প্রযোজক
ঘ. যৌগিক

১৭.ভাব প্রকাশের ওপর ভিত্তি করে ক্রিয়াপদ কয় প্রকার?
ক. ৬
খ. ৪
গ. ৩
ঘ. ২

১৮.'দেখিতে বাসনা মাগো তোমার চরণ।' অসমাপিকা ক্রিয়া কোন কাজটি করেছে?
ক) বিশেষ্যের সঙ্গে অন্বয় সাধন
খ) বিশেষণের সঙ্গে অন্বয় সাধন
গ) অনুসর্গের কাজ করেছে
ঘ) ক্রিয়াবাচক বিশেষণ গঠন করেছে।

১৯.বাক্যের বস্তুবাচক কর্ম পদটি বলে -
ক. গৌণ কর্ম
খ. মুখ্য কর্ম
গ. দ্বিকর্মক
ঘ. সমধাতুজ কর্ম

২০.কথাটা শুনে রাখ - এ বাক্যেটি কোন ক্রিয়ার আছে ?
ক. যৌগিক ক্রিয়া
খ. মৌলিক ক্রিয়া
গ. সমাপিকা ক্রিয়া
ঘ. অসমাপিকা ক্রিয়া

বিগত বছরের প্রশ্নাবলী

১। নিচের কোনটি বিশেষ্য পদ? [বিসিএস ৩৬]
ক) জাত খ) গৈরিক গ) উদ্ধত ঘ) গাম্ভীর্য উত্তর: ঘ

২। 'এ যে আমাদের চেনা লোক'- বাক্যে 'চেনা' কোন পদ? [বিসিএস ৩৬]
ক) বিশেষ্য খ) অব্যয় গ) ক্রিয়া ঘ) বিশেষণ উত্তর: ঘ

৩। 'লবণ' শব্দের বিশেষণ কোনটি? [বিসিএস ৩৫]
ক) নোনতা খ) লবণাক্ত গ) লাবণ্য ঘ) ললিত উত্তর: খ

ব্যাখ্যা: 'লবণ' বিশেষ্য শব্দটির অর্থ: ক্ষারযুক্ত দ্রব্য বা নুন। এর বিশেষণ 'লবণাক্ত'।

৪। 'এ মাটি সোনার বাড়া'- এ উদ্ধৃতিতে 'সোনা' কোন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে? [বিসিএস ২৭]
ক) বিশেষণের অতিশায়ন খ) রূপবাচক বিশেষণ
গ) উপাদান বাচক বিশেষণ ঘ) বিধেয় বিশেষণ উত্তর: ক

৫। "তুমি এতক্ষণ কী করেছ?'- এই বাক্যে 'কী' কোন পদ? [বিসিএস ২৪]
ক) বিশেষণ খ) অব্যয় গ) সর্বনাম ঘ) ক্রিয়া উত্তর: গ

৬। 'সুন্দর মাত্রেরই একটা আকর্ষণ শক্তি আছে।'- এই বাক্যে সুন্দর শব্দটি কোন পদ? [বিসিএস ২৪]
ক) বিশেষ্য খ) বিশেষণ গ) সর্বনাম ঘ) বিশেষণের বিশেষণ উত্তর: ক

৭। তুমি না বলেছিলে আগামীকাল আসবে? এখানে 'না' এর ব্যবহার কি অর্থে?- [বিসিএস ২৪]
ক) না-বাচক খ) হা-বাচক গ) প্রশ্নবোধক ঘ) বিস্ময়বাচক উত্তর: খ

৮। 'লাজ' কোন ধরনের শব্দ? [বিসিএস ২৪]
ক) বিশেষ্য খ) বিশেষণ
গ) ক্রিয়া-বিশেষণ গ) বিশেষ্যের-বিশেষণ উত্তর: ক

৯। যে পদে বাক্যের ক্রিয়াপদটির গুণ, প্রকৃতি, তীব্রতা ইত্যাদি প্রকৃতিগত অবস্থা বোঝায়, তাকে বলা হয়- [বিসিএস ২৩]
ক) ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য খ) ক্রিয়াবিশেষণ
গ) ক্রিয়াবিশেষ্যজাত বিশেষণ ঘ) ক্রিয়াবিভক্তি উত্তর: খ

১০। ক্রিয়াপদ- [বিসিএস ২১]
ক) সবসময়ে বাক্যে থাকবে খ) কখনো কখনো বাকে উহ্য থাকতে পারে
গ) শুধু অতীতকাল বোঝাতে বাক্যে ব্যবহৃত হয় ঘ) আসলে বিশেষণ থেকে অভিন্ন উত্তর: খ

১১। 'ভিক্ষুকটা যে পিছনে লেগেই রয়েছে, কী বিপদ!' - এ বাক্যে 'কী'-এর অর্থ- [বিসিএস ২২]
ক) ভয় খ) রাগ গ) বিরক্তি ঘ) বিপদ উত্তর: গ

১২। 'পদ' বলতে কি বোঝায়? [বিসিএস ২০]
ক) কবিতার চরণ খ) যে কোনো শব্দ
গ) প্রত্যয়ান্ত শব্দ বা ধাতু ঘ) বিভক্তিযুক্ত শব্দ ও ধাতু উত্তর: ঘ

১৩। কোন বাক্যটি দ্বারা অনুরোধ বুঝায়? [বিসিএস ১৮]
ক) তুই বাড়ি যা
খ) ক্ষমা করা ঘোর অপরাধ
গ) কাল একবার এসো
ঘ) দূর হও
উত্তর: গ

১৪। 'মরি মরি! কি সুন্দর প্রভাতের রূপ'-বাক্যে 'মরি মরি' কোন শ্রেণীর অব্যয়? [বিসিএস ১৮]
ক) সমন্বয়ী খ) অনন্বয়ী গ) পদান্বয়ী ঘ) অনুকার
উত্তর: খ

১৫। ধাতুর পর কোন প্রত্যয় যুক্ত করে ভাববাচক বিশেষ্য বুঝায়? [বিসিএস ১৮]
ক) আন খ) আই গ) আল ঘ) আও
উত্তর: খ

১৬। 'ইচ্ছা' বিশেষ্যের বিশেষণ নির্দেশ করুন। [বিসিএস ১৫]
ক) ইচ্ছাময় খ) ঐচ্ছিক গ) ইচ্ছুক ঘ) অনিচ্ছা
উত্তর: খ

১৭। কোনটি বিশেষণবাচক শব্দ? [বিসিএস ১৪]
ক) জীবন খ) জীবনী গ) জীবিকা ঘ) জীবাণু
উত্তর: খ

১৮। জাতিবাচক বিশেষ্যের দৃষ্টান্ত- [বিসিএস ১৪]
ক) সমাজ খ) পানি গ) মিছিল ঘ) নদী
উত্তর: ঘ

১৯। কোন বাক্যে সমাপিকা ক্রিয়া ব্যাবহৃত হয়েছে? [বিসিএস ১৩]
ক) আমি ভাত খাচ্ছি
খ) আমি ভাত খেয়ে স্কুলে যাব
গ) আমি দুপুরে ভাত খাই
ঘ) তাড়াতাড়ি ভাত খেয়ে ওঠ
উত্তর: গ

২০। কোন বাক্যে সমুচ্চয়ী অব্যয় ব্যবহৃত হয়েছে? [বিসিএস ১৩]
ক) ধন অপেক্ষা মান বড়
খ) তোমাকে দিয়ে কিছু হবে না
গ) ঢং ঢং ঘণ্টা বাজে
ঘ) লেখাপড়া কর, নতুবা ফেল করবে
উত্তর: ঘ

২১। বিভক্তিযুক্ত শব্দ ও ধাতুকে বলে- [বিসিএস ১১]
ক) শব্দ খ) কারক গ) পদ ঘ) ক্রিয়াপদ
উত্তর: গ

২২। শব্দগুলোর মধ্যে কোনটি বিশেষণ পদ? [নার্সিং ও মি. ২০২০]
ক) অরণ্য খ) পাহাড় গ) রক্ত ঘ) পাহাড়ি
উত্তর: ঘ

ব্যাখ্যা: বিশেষণ পদ পাহাড়ি; যার অর্থ পাহাড় এলাকায় জন্মায় এমন। অন্যদিকে অরণ্য, পাহাড় ও রক্ত বিশেষ্য পদ।

২৩। কোন বাক্যটি প্রযোজক ক্রিয়া দ্বারা গঠিত? [বাংলাদেশ পে. ২০২০]
ক) তোমার পরিশ্রমের ফল ফলেছে
খ) মাথা ঝিমঝিম করছে
গ) শিশুটি কাঁদে
ঘ) মা শিশুটিকে হাসান
উত্তর: ঘ

ব্যাখ্যা: যে ক্রিয়া একজনের প্রযোজনা বা চালনায় অন্য কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়, সেই ক্রিয়াকে প্রযোজক ক্রিয়া বলে। যেমন- মা শিশুটিকে হাসান।

২৪। 'বুনো' শব্দটির পদ কি? [BREB ২০২০]
ক) বিশেষ্য খ) বিশেষণ গ) অব্যয় ঘ) কোনোটিই নয়
উত্তর: খ

২৫। 'কী বিপদ! লোকটা যে পিছু ছাড়ে না'- 'কী' কোন অর্থ প্রকাশ করছে? [বিদ্যুৎ, জ্বা. ২০১৯]
ক) বিস্ময় খ) বিড়ম্বনা গ) আনন্দ ঘ) বিরক্তি
উত্তর: ঘ

ব্যাখ্যা: 'কী বিপদ! লোকটা যে পিছু ছাড়ে না।'- এ বাক্যে কী অনন্বয়ী অব্যয় পদটি ঘৃণা বা বিরক্তি প্রকাশে ব্যবহৃত হয়েছে।

২৬। কোন বাক্যটি প্রযোজক ক্রিয়া দ্বারা গঠিত? [বিদ্যুৎ, জ্বা. ২০১৯]
ক) সাপুড়ে সাপ খেলায় খ) শিশুটি কাঁদে
গ) তোমার পরিশ্রমের ফল ফলেছে ঘ) মাথা ঝিম ঝিম করছে উত্তর: ক

ব্যাখ্যা: যে ক্রিয়া একজনের প্রযোজনা বা চালনায় অন্য কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়, সেই ক্রিয়াকে প্রযোজক ক্রিয়া বলে। যেমন- সাপুড়ে সাপ খেলায়, মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন।

২৭। 'না' কোন জাতীয় শব্দ? [পররাষ্ট্র ম. ২০১৯]
ক) অব্যয় খ) সর্বনাম গ) ক্রিয়া ঘ) বিশেষণ উত্তর: ক

ব্যাখ্যা: ন ব্যয় = অব্যয়। যার ব্যয় বা পরিবর্তন হয় না। অর্থাৎ যা অপরিবর্তনীয় শব্দ তাই অব্যয়। যেমন- আর, আবার, ও, হ্যাঁ, না ইত্যাদি।

২৮। 'লবণ' শব্দের বিশেষণ কোনটি? [স্থানীয় সরকার বি. ২০১৯]
ক) ললিত খ) লোনা গ) লবণাক্ত ঘ) নোনতা উত্তর: গ

ব্যাখ্যা: 'লবণ' বিশেষ্য শব্দটির অর্থ: ক্ষারযুক্ত দ্রব্য বা নুন। 'লবণ'- এর বিশেষণ 'লবণাক্ত'।

২৯। 'বেশ এক ঘুম ঘুমিয়েছি'। এ বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন পদ? [কন্ট্রোলার জে. ২০১৯]
ক) প্রযোজক ক্রিয়া খ) যৌগিক ক্রিয়া গ) অনুক্ত কর্ম
ঘ) সমধাতুজ কর্ম ঙ) দ্বিকর্মক ক্রিয়া উত্তর: ঘ

৩০। 'ডেকে দেয় পাষণ্ড!' বাক্যটিতে ক্রিয়ার ভাবটি- [প্রতিরক্ষা ম. ২০১৯]
ক) নির্দেশক খ) অনুজ্ঞাসূচক গ) সাপেক্ষ ঘ) আকাঙ্ক্ষা উত্তর: খ

৩১। 'পরাগ, বইটি দিয়ে যাও' বাক্যে 'পরাগ' কোন পদ? [সরকারি মা. ২০১৯]
ক) সম্বোধন পদ খ) সম্বন্ধ পদ গ) বিশেষ্য পদ ঘ) সর্বনাম পদ উত্তর: ক

ব্যাখ্যা: সম্বোধন শব্দের অর্থ আহ্বান। যাকে সম্বোধন বা আহ্বান করে কিছু বলা হয়, তাকে সম্বোধন পদ বলে। যেমন- পরাগ, বইটি দিয়ে যাও। সুমন, এখানে এসো। এ দুই বাক্যে পরাগ ও সুমন সম্বোধন পদ।

৩২। 'মরি! মরি! কী সুন্দর প্রভাতের রূপ'- এখানে অনন্বয়ী অব্যয় কিভাবে প্রকাশ পেয়েছে? [শিক্ষক নি. ২০১৯]
ক) যন্ত্রণা খ) বিরক্তি গ) সম্মতি ঘ) উচ্ছ্বাস উত্তর: ঘ

৩৩। সম্বন্ধ পদে কোন বিভক্তি যুক্ত হয়? [প্রভাষক নি. ২০১৯]
ক) কে, রে খ) প্রথমা, শূন্য গ) র, এর ঘ) এ, তে উত্তর: গ

৩৪। 'সুন্দর মানুষকে নিজের দিকে টানে'- বাক্যটিতে 'সুন্দর' শব্দটি কোন পদ? [প্রভাষক নি. ২০১৯]
ক) বিশেষ্য খ) বিশেষণ গ) সর্বনাম ঘ) অব্যয় উত্তর: ক

৩৫। চাউল, চিনি, পানি এগুলো কী বাচক বিশেষ্য? [প্রাথমিক বি. ২০১৯]
ক) বস্তুবাচক খ) সমষ্টিবাচক গ) ব্যক্তিবাচক ঘ) জাতিবাচক উত্তর: ক

৩৬। 'আমি', 'আমরা'- এগুলো কোন সর্বনাম পদ? [প্রাথমিক বি. ২০১৯]
ক) ব্যতিহারিক খ) সাকুল্যবাচক গ) আত্মবাচক ঘ) ব্যক্তিবাচক উত্তর: ঘ

৩৭। 'মেঘলা' কি ধরনের শব্দ? [প্রাথমিক বি. ২০১৯]
ক) বিশেষ্য খ) বিশেষণ গ) বিশেষ্যের বিশেষণ ঘ) ক্রিয়া বিশেষণ উত্তর: খ

৩৮। 'লোকটি দরিদ্র কিন্তু সৎ'- এ বাক্যে কিন্তু হলো- [প্রাথমিক বি. ২০১৯]
ক) সংকোচক অব্যয় খ) সংযোজক অব্যয়
গ) অনন্বয়ী অব্যয় ঘ) অনুকার অব্যয় উত্তর: ক

৩৯। 'সূর্য উঠলে আঁধার দূরীভূত হয়'- এখানে 'উঠলে' কোন ক্রিয়া পদ? [প্রাথমিক বি. ২০১৯]
ক) প্রযোজ্য খ) অসমাপিকা গ) প্রযোজক ঘ) সমাপিকা উত্তর: খ

৪০। 'চারটা বাজলে স্কুল ছুটি হবে'- বাক্যে 'বাজলে' কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? [প্রাথমিক বি. ২০১৯]
ক) সম্ভাব্যতা খ) আবশ্যকতা গ) কারণ ঘ) ইচ্ছা উত্তর: খ

ব্যাখ্যা: 'চারটা বাজলে স্কুলের ছুটি হবে'। এ বাক্যে 'বাজলে' অসমাপিকা ক্রিয়াটি কার্যপরম্পরা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

৪১। 'সর্বজন'- এর বিশেষণ কি? [প্রাথমিক বি. ২০১৯]
ক) বিশজন খ) সর্বজনীন গ) ঐশ্বরিক ঘ) বিশ্বজনীন উত্তর: খ

৪২। 'মা খোকাকে চাঁদ দেখাচ্ছে'- এ বাক্যে 'দেখাচ্ছে' কোন ক্রিয়া? [প্রাথমিক বি. ২০১৯]
ক) দ্বিকর্মক খ) প্রযোজক গ) অসমাপিকা ঘ) সমাপিকা উত্তর: খ

৪৩। 'বাবুল পড়ে' এ বাক্যে 'পড়ে' কোন ক্রিয়া? [প্রাথমিক বি. ২০১৯]
ক) সকর্মক খ) সমাপিকা গ) অসমাপিকা ঘ) অকর্মক উত্তর: গ

৪৪। তার হাতের লেখা খুব ভালো- এখানে খুব কী পদ? [প্রাথমিক বি. ২০১৯]
ক) ক্রিয়া খ) বিশেষ্য গ) অব্যয় ঘ) বিশেষণ উত্তর: ঘ

৪৫। 'বাড়ি গিয়ে তাকে পাওয়া যায়নি'- এ বাক্যে 'গিয়ে' কোন ক্রিয়া? [প্রাথমিক বি. ২০১৯]
ক) অসমাপিকা খ) সমাপিকা গ) দ্বিকর্মক ঘ) প্রযোজক উত্তর: ক

৪৬। 'সুষ্ঠ' এ শব্দের বিশেষণ রূপটি হলো- [প্রতিরক্ষা ম. ২০১৮]
ক) সৌষ্ঠব খ) সুষ্ঠুতা গ) সুষ্ঠ ঘ) সুষ্ঠব

ব্যাখ্যা: সংস্কৃত শব্দ 'সুষ্ঠু' নিজেই একটি বিশেষণ। এর বিশেষ্য পদ সৌষ্ঠব ও সুষ্ঠুতা।

৪৭। 'সে নাকি আসবে না'- এ বাক্যে না অব্যয়ের প্রয়োগ কি অর্থে হয়েছে? [গণপূর্ত অ. ২০১৮]
ক) অনুমান অর্থে খ) বিস্ময় অর্থে
গ) সম্ভাবনা অর্থে ঘ) বিরক্তি অর্থে উত্তর: গ

৪৮। ব্যাকরণ অনুযায়ী পদ মোট কয় প্রকার? [গণপূর্ত অ. ২০১৭]
ক) ৩ প্রকার খ) ৭ প্রকার গ) ৫ প্রকার ঘ) ৯ প্রকার উত্তর: গ

ব্যাখ্যা: পদ প্রধানত দুই প্রকার যথা: নামপদ ও ক্রিয়াপদ। এছাড়া পদকে অনেকে আবার দুটি ভাগে ভাগ করে থাকেন। যথা : অব্যয় ও সব্যয়। সব্যয় পদ চার প্রকার যথা: বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম ও ক্রিয়া। সুতরাং পদ পাঁচ প্রকার।

৪৯। 'রাশি রাশি ভারা ভারা ধান কাটা হলো সারা'- এখানে 'রাশি রাশি'- [বিজেএস ২০১৭]
ক) সাপেক্ষে সর্বনাম খ) নির্ধারক বিশেষণ
গ) অনুকার অব্যয় ঘ) সমষ্টিবাচক বিশেষ্য উত্তর: গ

৫০। 'সে সকাল থেকেই খাই খাই করছে।'- এ বাক্যে 'খাই খাই' কোন ধরনের পদ? [রেলপথ ম. ২০১৭]
ক) ক্রিয়াপদ খ) ক্রিয়া বিশেষ্য
গ) দ্বিত্ব বিশেষণ ঘ) ক্রিয়া বিশেষণ উত্তর: গ

৫১। 'চাতুর্য' শব্দের বিশেষণ- [সহকারী প. ২০১৬]
ক) চতুরতা খ) চতুরালি গ) চতুর ঘ) চৈতন্য উত্তর: গ

ব্যাখ্যা: 'চাতুর্য' বিশেষ্যবাচক শব্দের অর্থ চতুরতা। এর বিশেষণবাচক রূপ হলো 'চতুর'।

৫২। নিচের কোনটি সর্বনাম? [সমাজসেবা অ. ২০১৭]
ক) করিম খ) কী গ) বালক ঘ) এবং উত্তর: খ

৫৩। সাইরেন বেজে উঠল। বেজে উঠল কী ধরনের ক্রিয়াপদ? [ওয়েজ আর্নার্স ক. ২০১৭]
ক) মিশ খ) যৌগিক গ) প্রযোজক ঘ) সমধাতুজ উত্তর: খ

৫৪। কোনটি অব্যয়বাচক দ্বিরুক্তির উদাহরণ? [স্থানীয় স. ২০১৭]
ক) ভারা ভারা খ) ছম ছম গ) হাতে নাতে ঘ) নেই নেই উত্তর: খ

ব্যাখ্যা: অব্যয়বাচক দ্বিরুক্তি শব্দের উদাহরণ 'ছম ছম'। যেমন- 'ভয়ে গা ছম ছম করছে'। এ বাক্যে দ্বিরুক্ত শব্দ অনুভূতি বা ভাব বুঝিয়েছে।

৫৫। 'এ এক বিরাট সত্য'- এখানে 'সত্য' কোন পদ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে? [NSI ২০১৭]
ক) বিশেষ্য খ) বিশেষণ গ) অব্যয় ঘ) বিশেষণের বিশেষণ উত্তর: ক

৫৬। কোনটি বিশেষণ? [NSI ২০১৭]
ক) সততা খ) সৎ গ) দর্শন ঘ) জনতা উত্তর: খ

৫৭। সাধুরীতিতে কোন পদটি দীর্ঘরূপ হয় না? [বেসরকারি শিক্ষক নি. ২০১৭]
ক) বিশেষ্য খ) অব্যয় গ) সর্বনাম ঘ) ক্রিয়া উত্তর: খ

৫৮। বিভক্তিহীন নাম পদকে বলা হয়- [জনপ্রশাসন ম. ২০১৬]
ক) সাধিত শব্দ খ) প্রাদিপাদিক গ) নাম শব্দ ঘ) ক্রিয়া উত্তর: খ

ব্যাখ্যা: বিভক্তিহীন নাম পদকে বলা হয়- প্রাতিপদিক। যেমন- হাত, বই, কলম।

৫৯। 'এবং' কোন পদ? [পোস্ট মা. ২০১৬]
ক) সর্বনাম খ) বিশেষণ গ) বিশেষ্য ঘ) অব্যয় উত্তর: ঘ

৬০। 'সন্তানের প্রতি মাতৃস্নেহ আন্তরিক'। নিমরেখ পদের নাম- [স্বাস্থ্য ম. ২০১৬]
ক) বিশেষ্য খ) ক্রিয়া গ) বিশেষণ ঘ) অব্যয় উত্তর: গ

৬১। 'মা শিশুকে খাওয়াচ্ছেন'- বাক্যটিতে 'খাওয়াচ্ছেন' কোন ক্রিয়াপদের উদাহরণ? [জনপ্রশাসন ম. ২০১৬]
ক) ণিজন্ত খ) দ্বিকর্মক গ) ধন্যাত্মক ঘ) যৌগিক উত্তর: ক

ব্যাখ্যা: যে ক্রিয়া একজনের প্রযোজনা বা চালনায় অন্য কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়, সেই ক্রিয়াকে প্রযোজক বা ণিজন্ত ক্রিয়া বলে। যেমন: 'মা শিশুকে খাওয়াচ্ছেন'- বাক্যটিতে 'খাওয়াচ্ছেন' প্রযোজক বা ণিজন্ত ক্রিয়া, 'মা' প্রযোজক কর্তা এবং 'শিশুকে' প্রযোজ্য কর্তা।

৬২। 'পুণ্যে মতি হোক'। বাক্যে পুণ্য কোন পদরূপে ব্যবহৃত হয়েছে? [বাংলাদেশ ডা. ২০১৬]
ক) বিশেষ্য খ) বিশেষণ গ) বিশেষণের বিশেষণ ঘ) সর্বনাম উত্তর: ক

৬৩। বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর।- এখানে 'টাপুর টুপুর' কোন পদ? [আনসার ও ড. ২০১৫]
ক) বিশেষ্য খ) ক্রিয়া গ) অব্যয় ঘ) সর্বনাম উত্তর: গ

৬৪। নিম্নোক্ত শব্দগুদের মধ্যে বিশেষ্য কোনটি? [জনস্বাস্থ্য প্র. ২০১৫]
ক) বিস্ময় খ) ভগ্ন গ) মধুর ঘ) রেশমী উত্তর: ক

ব্যাখ্যা: প্রদত্ত অপশনে বিশেষ্য শব্দ হলো 'বিস্ময়'। বিস্ময় শব্দের বিশেষণ হলো বিস্মিত। অন্যদিকে ভগ্ন, মধুর ও রেশমি বিশেষণ শব্দের বিশেষ্য হলো- যথাক্রমে ভঙ্গ, মধু ও রেশম।

৬৫। নিচের কোনটি একটি বিশেষণ পদ? [পানি উন্নয়ন বো ২০১৫]
ক) এবং খ) দেখা গ) জুতা ঘ) নীল ঙ) কোনোটিই নয় উত্তর: ঙ

ব্যাখ্যা: যে পদ বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি প্রকাশ করে, তাকে বিশেষণ পদ বলে। যেমন-দ্রুত চল। এখানে 'দ্রুত' শব্দটি ক্রিয়া বিশেষণ।

৬৬। নিচের কোনটি একটি সর্বনাম পদ? [পানি উ. ২০১৫]
ক) সে খ) পড়া গ) যদি ঘ) লাল ঙ) কোনোটিই নয় উত্তর: ক

ব্যাখ্যা: বিশেষ্যের পরিবর্তে যে শব্দ ব্যবহৃত হয়, তাকে সর্বনাম পদ বলে। প্রদত্ত অপশনে ব্যক্তিবাচক সর্বনাম পদ হলো 'সে'। ব্যক্তিবাচক আরো কয়েকটি সর্বনাম পদ হলো: আমি, আমরা, তুমি, তোমরা, তাঁরা, তিনি, এ, এরা, ও, ওরা ইত্যাদি।

৬৭। তাসনিম এবং তারিবা স্কুলে যায়। এখানে এবংকী পদ? [পরিবার প. ২০১৪]
ক) বিশেষ্য খ) সর্বনাম গ) অব্যয় ঘ) বিশেষণ উত্তর: গ

৬৮। 'ধন' কোন শব্দ? [পরিবার প. ২০১৫]
ক) বিশেষ্য খ) বিশেষণ গ) সর্বনাম ঘ) ক্রিয়া উত্তর: ক

৬৯। 'সন্ধ্যা' শব্দের বিশেষণটি নির্দেশ করুন। [প্রাক-প্রাথমিক স. ২০১৫]
ক) সাঁঝ খ) সন্ধ্যা গ) সন্দা ঘ) সাস্থ্য উত্তর: ঘ

৭০। বাংলা 'ধীর' শব্দটির বিশেষ্য কী? [পল্লী উ. ২০১৪]
ক) ধৈর্য্য খ) ধীরতা গ) ধীরস্থির ঘ) ধীরস্থিরতা উত্তর: খ

৭১। বাংলা ব্যাকরণ কোন পদে সংস্কৃতের লিঙ্গের নিয়ম মানে না? [বেসরকারি শিক্ষক নি. ২০১৪]
ক) বিশেষণ খ) অব্যয় গ) সর্বনাম ঘ) বিশেষ্য উত্তর: খ

৭২। নিমের কোন পদটি বিশেষণ? [নৌপরিবহন ম. ২০১৩]
ক) দিগম্বর খ) যেহেতু গ) দীন ঘ) যিনি উত্তর: ক ও গ

৭৩। 'যত গর্জে তত বর্ষে না' বাক্যটিতে যত-তত অব্যয়ের ব্যবহার কোন অর্থে? [স্বরাষ্ট্র ম. ২০১৩]
ক) পরিণাম খ) বৈপরীত্য গ) তুলনা ঘ) নিশ্চিত উত্তর: গ

৭৪। বাক্যে সমাপিকা ক্রিয়াপদ কোথায় বসে? [মাদকব্য নি. ২০১৩]
ক) শেষে খ) প্রথমে গ) কর্মের আগে ঘ) অব্যয় পদের পরে উত্তর: ক

৭৫। ছি! ছি! তুমি এত খারাপ। এখানে ছি! ছি! কি অর্থ প্রকাশ করেছে? [Bangladesh Bank 2020]
ক) ভাবের গভীরতা খ) পৌনঃপুনিকতা
গ) ভাবের ধারাবাহিকতা ঘ) অনুভূতি ভাব উত্তর: খ

ব্যাখ্যা: যে সকল অব্যয় বাক্যের অন্য পদের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ না রেখে স্বাধীনভাবে নানাবিধ ভাব প্রকাশে ব্যবহৃত হয়, তাদের অনন্বয়ী অব্যয় বলে। যেমন— ছি! ছি! তুমি এত খারাপ। এ বাক্যের ছি! ছি! অনন্বয়ী অব্যয় ঘৃণা বা বিরক্তি অর্থ প্রকাশ করেছে।

৭৬। 'বুদ্ধিমান'-এর বিশেষ্য পদ কী? [Sonali & Janata Bank 2020]
ক) বুদ্ধি খ) বুদ্ধিত্ব গ) বুদ্ধিমত্তা ঘ) বৃদ্ধি উত্তর: গ

৭৭। 'তুমি এত নীচ'! বাক্যটিতে প্রকাশ পেয়েছে- [Rupali Bank 2020]
ক) ঘৃণা খ) বিরক্তি গ) লজ্জা ঘ) অবজ্ঞা উত্তর: ক ও খ

ব্যাখ্যা: তুমি এত নীচ! বাক্যটিতে ঘৃণা ও বিরক্তি উভয়ই প্রকাশ পেয়েছে।

৭৮। নিচের কোনটি সর্বনামের প্রকারভেদ নয়? [Rupali Bank 2019]
ক) আত্মবাচক খ) ব্যতিহারিক গ) সাপেক্ষবাচক ঘ) পূরণবাচক উত্তর: ঘ

৭৯। যৌগিক ক্রিয়ার একটি উদাহরণ হলো- [Rupali Bank 2019]
ক) ধীরে চলা খ) হেসে ওঠা গ) চুপ করা ঘ) কথা বলা উত্তর: খ

৮০। 'এখন গোল্লায় যাও' এটি কোন ক্রিয়ার উদাহরণ? [4 Govt. Banks 2019]
ক) মিশ্র ক্রিয়া খ) যৌগিক ক্রিয়া গ) ণিজন্ত ক্রিয়া ঘ) নামধাতুর ক্রিয়া উত্তর: ক

৮১। 'ন্যায়' শব্দের বিশেষণ- [6 Govt. Banks 2019]
ক) ন্যায়কৃত খ) ন্যায্য গ) ন্যায়সঙ্গত ঘ) নীতিবাদ উত্তর: খ

ব্যাখ্যা: ন্যায় বিশেষ্য পদ। এর বিশেষণ পদ ন্যায্য, ন্যায়সংগত।

৮২। 'নিসর্গ' শব্দের বিশেষণ কি? [Rajshahi Krishi Unnayan Bank 2017]
ক) নিসর্গত খ) নৈসর্গিক গ) নিসর্গীক ঘ) নিসর্গণ উত্তর: খ

ব্যাখ্যা: 'নিসর্গ, বিশেষ্যবাচক শব্দটির অর্থ: প্রকৃতি; যার বিশেষণ বাচক রূপ নৈসর্গিক।

৮৩। কোনটি সমষ্টিবাচক বিশেষ্য? [Rajshahi Krishi Unnayan Bank 2017]
ক) পর্বত খ) মাটি গ) মানুষ ঘ) জনতা উত্তর: ঘ

ব্যাখ্যা: কোনো কিছুর নামকে বিশেষ্য বলে। যা দ্বারা ব্যক্তি বা বস্তুর সমষ্টি বোঝায় তাকে সমষ্টিবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন- জনতা, সভা, সমিতি, বহর।

৮৪। ক্রিয়া পদের মূল অংশকে কী বলা হয়? [Rajuli Krishi U. 2017]
ক) যতি খ) ধাতু গ) উক্তি ঘ) প্রকৃতি উত্তর: খ

৮৫। বিশেষণ থেকে বিশেষ্য-সাধিত শব্দটি হলো- [Bangladesh Development Bank 2017]
ক) অগ্রিম খ) জটিল গ) গ্রাম্য ঘ) ঘনত্ব উত্তর: ঘ

ব্যাখ্যা: তা ও তৃ-প্রত্যয়: বিশেষ্য গঠন। যেমন: ঘন + ত্ব = ঘনত্ব, মহৎ + ত্ব = মহত্ব, বন্ধু + ত্ব = বন্ধুত্ব, গুরু + ত্ব = গুরুত্ব। বন্ধু + তা = বন্ধুতা, শত্রু + তা = শত্রুতা।

৮৬। নিচের কোনটি বিশেষ্য পদ? [BHBFC 2017]
ক) বিভিন্ন খ) বিচিত্র গ) বৈশিষ্ট্য ঘ) বৈজ্ঞানিক উত্তর: গ

ব্যাখ্যা: বৈশিষ্ট্য– বিশেষ্য পদ। অন্যদিকে বিভিন্ন বিচিত্র ও বৈজ্ঞানিক– বিশেষণ পদ।

৮৭। বিশেষ্য থেকে বিশেষণে পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত- [BHBFC 2017]
ক) নৌ' থেকে 'নাব্য" খ) 'নাব্য' থেকে 'নৌ'
গ) 'নাব্য' থেকে 'নাব্যতা ঘ) 'নৌ' থেকে 'নাব্যতা উত্তর: ক

ব্যাখ্যা: 'নৌ' বিশেষ্য শব্দের অর্থ– নৌকা, জলযান। 'নাব্য' বিশেষণ শব্দের অর্থ নৌযান চলাচলের উপযোগী।

৮৮। নিচের কোনটি অব্যয় পদ? [Bangladesh Oil, Gas & M. 2017]
ক) এবং খ) পড়া গ) যদি
ঘ) লাল ঘ) কোনোটিই নয় উত্তর: ক

ব্যাখ্যা: ন ব্যয় = অব্যয়। যার ব্যয় বা পরিবর্তন হয় না অর্থাৎ যা অপরিবর্তনীয় শব্দ তাই অব্যয়। অব্যয় শব্দের সাথে কোনো বিভক্তি চিহ্ন যুক্ত হয় না, সেগুলোর একবচন বা বহুবচন হয় না এবং সেগুলোর স্ত্রী ও পুরুষবাচকতা নির্ণয় করা যায় না। যেমন : আর, আবার, যদি, এবং, নতুবা, সুতরাং, অতএব, অথবা, আলবত, বহুত, খুব ইত্যাদি।

৮৯। 'দহন' শব্দের বিশেষণ কোনটি? [ইসলামী ব্যাংক ২০১৩]
ক) দাহ্য খ) দগ্ধ গ) দহনকারী ঘ) দহনীয় উত্তর: ক

৯০। 'চালাক'–এর বিশেষ্য পদ কি? [Bangladesh Krishi Bank 2012]
ক) চাতুর্য খ) চালাকী গ) চতুরতা ঘ) চাতুরী উত্তর: খ

৯১। 'অংশাংশি' শব্দটি কোন পদের? [Agrani Bank 2011]
ক) বিশেষ্য খ) বিশেষণ গ) অব্যয়
ঘ) ক এবং গ ঙ) ক এবং খ উত্তর: ক

৯২। 'হনহন' শব্দটি কোন পদের? [Agrani Bank 2011]
ক) বিশেষ্য খ) বিশেষণ গ) সর্বনাম
ঘ) অব্যয় ঙ) ক্রিয়া উত্তর: ঘ

৯৩। 'তিনটি বছর' এখানে তিনটি কোন পদ? [Pubali Bank 2011]
ক) ক্রিয়া খ) বিশেষ্য গ) অব্যয়
ঘ) বিশেষণ ঙ) কোনোটিই নয় উত্তর: ঘ

৯৪। 'সর্বজন'– এর বিশেষণ কি? [Uttara Bank 2011]
ক) বিশ্বজনীন খ) সার্বিক গ) জনসাধারণ ঘ) সর্বজনীন উত্তর: ঘ

৯৫। 'শৈত্য' শব্দের বিশেষণ পদ কোনটি? [Karmasangthan Bank 2012]
ক) শীতার্থ খ) শীত গ) শীতাতপ ঘ) কোনোটিই নয় উত্তর: ক

ব্যাখ্যা: প্রদত্ত অপশন গুলোর উত্তর (ক) সঠিক তবে বানান ভুল আছে। সঠিক বানান শীতার্ত যা বিশেষণ পদ। শীত ও শীতাতপ শব্দ দুটি বিশেষ্য।

৯৬। কোন বিশেষ্য-বিশেষণ জোড় শুদ্ধ নয়? [ঢাবি ২০১৯-২০]
ক) শৈথিল্য-শিথিল
খ) সরলতা-সারল্য
গ) হৃদয়-হার্দিক
ঘ) প্রতীচী-প্রতীচ্য
উত্তর: খ

৯৭। 'উক্ত' শব্দের বিশেষ্য রূপ কোনটি? [জাবি ২০১৯-২০]
ক) বলা
খ) উল্লিখিত
গ) বচন
ঘ) উল্লেখ্য
উত্তর: গ

৯৮। 'এবং' কোন পদের শব্দ? [রাবি ২০১৯-২০]
ক) সর্বনাম
খ) ক্রিয়া
গ) অব্যয়
ঘ) ক্রিয়া বিশেষণ
উত্তর: গ

৯৯। 'সভয়ে লোকটি বলল, বাঘ আসছে।'- এখানে নিম্নরেখ পদটি কোন বিশেষণের উদাহরণ? [চবি ২০১৯-২০]
ক) ক্রিয়া বিশেষণ
খ) বিশেষণের বিশেষণ
গ) বিধেয় বিশেষণ
ঘ) বিশেষ্যের বিশেষণ
উত্তর: ক

১০০। 'রচিয়া লহ না আজও গীতি'- এখানে 'না' কী অর্থে ব্যবহৃত হয়? [চবি ২০১৯-২০]
ক) অনুরোধ
খ) উপদেশ
গ) নিষেধ
ঘ) তিরস্কার
উত্তর: ক

১০১। কোনটি মৌলিক বিশেষণ? [ঢাবি ২০১৭-১৮]
ক) গুণী
খ) ফুটন্ত
গ) সুপ্ত
ঘ) কালো
উত্তর: ঘ

১০২। নিচের কোন বাক্যে যৌগিক ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে? [ঢাবি ২০১৭-১৮]
ক) মাথা ঝিমঝিম করছে
খ) শিক্ষক ছাত্রটিকে বেতাচ্ছেন
গ) তিনি বলতে লাগলেন
ঘ) খোকাকে কদিও না
উত্তর: গ

১০৩। 'শততম' কী ধরনের বিশেষণ? [জবি ২০১৭-১৮]
ক) সংখ্যাবাচক
খ) বিধেয়
গ) ভাব
ঘ) ক্রমবাচক
উত্তর: ঘ

১০৪। কোনটি 'বিশেষণের অতিশায়ন'? [জবি ২০১৭-১৮]
ক) গরুর থেকে উটের দাম বেশি
খ) রকেট অতি দ্রুত চলে
গ) পরে একবার এসো
ঘ) নীল আকাশ
উত্তর: ক

১০৫। 'যা ভেবেছি তাই হয়েছে।'- এখানে 'তাই' পদটি কোন ধরনের সর্বনাম? [জবি ২০১৭-১৮]
ক) ব্যক্তিবাচক
খ) সাপেক্ষ
গ) প্রশ্নবাচক
ঘ) সংযোগবাচক
উত্তর: ঘ

১০৬। নিচের কোনটি 'সম্বন্ধ পদ'- এর উদাহরণ নয়? [জাবি ২০১৭-১৮]
ক) আমার ভিটে ছেড়ে দাও
খ) পাথরের পুতুলের মতো বসে রইল
গ) গেল জোহরের নামাজ পড়তে
ঘ) সারেং সাহেব জাহাজ লেট যাচ্ছে নাতো
উত্তর: ঘ

১০৭। দ্বিকর্মক ক্রিয়ার বস্তুবাচক কর্মটিকে কি বলা হয়? [জাবি ২০১৭-১৮]
ক) অপ্রধান কর্ম
খ) গৌণ কর্ম
গ) ধাতুর্থক কর্ম
ঘ) মুখ্য কর্ম
উত্তর: ঘ

১০৮। এ, এই, এর কোন জাতীয় সর্বনামের উদাহরণ? [জাবি ২০১৭-১৮]
ক) অনির্দিষ্টতাজ্ঞাপক
খ) ব্যতিহারিক
গ) সামীপ্যবাচক
ঘ) সংযোগজ্ঞাপক
উত্তর: গ

১০৯। নিচের কোনটি অন্বয়ী অব্যয়?[জাবি ২০১৭-১৮]
ক) কলকল
খ) আহা
গ) জন্য
ঘ) অথবা
উত্তর: খ

১১০। 'সংঘ' কোন ধরনের বিশেষ্য? [জাবি ২০১৭-১৮]
ক) জাতিগত খ) সমষ্টিগত গ) গুণগত ঘ) বস্তুগত উত্তর: খ

১১১। সত্যবাদী' শব্দটি কোন পদ? [রাবি ২০১৭-১৮]
ক) বিশেষ্য খ) সর্বনাম গ) বিশেষণ ঘ) ক ও খ উভয়ই উত্তর: গ

১১২। 'রুগ্ণ' বিশেষণের বিশেষ্য রূপ- [চাবি ২০১৬-১৭]
ক) রোগী খ) রোগিণী গ) রোগাটে ঘ) রোগ উত্তর: ঘ

১১৩। 'ধ্বস্ত' বিশেষণ পদের বিশেষ্য রূপ- [ঢাবি ২০১৬-১৭]
ক) ধস খ) ধ্বস গ) ধ্বংস ঘ) ধাষ্ট্য উত্তর: গ

১১৪। 'শুনে বুকটা তার ঢিপঢিপ করছিল।' এখানে 'টিপটিপ'- [ঢাবি ২০১৬-১৭]
ক) অনুকার অব্যয় খ) সমুচ্চয়ী অব্যয় গ) অনন্বয়ী অব্যয় ঘ) অনুসর্গ অব্যয় উত্তর: ক

১১৫। 'দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।'- পঙক্তির 'যেন' কোন পদ? [জবি ২০১৬-১৭]
ক) সংযোজক অব্যয় খ) পদান্বয়ী অব্যয় গ) অনন্বয়ী অব্যয় ঘ) ভাব বিশেষণ উত্তর: ক

১১৬। সমষ্টিবাচকতা নির্দেশ করে যে শব্দটি- [জবি ২০১৬-১৭]
ক) মানুষ খ) সততা গ) অর্ধেক ঘ) বহর উত্তর: ঘ

১১৭। 'ভীষণ' কোন ধরনের পদ? [জবি ২০১৬-১৭]
ক) বিশেষ্য খ) বিশেষণ গ) ক্রিয়া-বিশেষণ ঘ) অনুসর্গ উত্তর: খ

১১৮। বিভক্তিযুক্ত শব্দ মাত্রকেই কী বলা হয়? [জবি ২০১৬-১৭]
ক) বাক্য খ) পদ গ) সমাস ঘ) সন্ধি উত্তর: খ

১১৯। 'রহিম কিংবা করিম এর জন্য দায়ী'- এখানে 'কিংবা' কী ধরনের অব্যয়? [জবি ২০১৬-১৭]
ক) সংযোজক খ) সমুচ্চয়ী গ) বিয়োজক ঘ) সংকোচক উত্তর: গ

১২০। 'বাজখাঁই'- শব্দটি [জবি ২০১৬-১৭]
ক) সর্বনাম খ) ক্রিয়া গ) বিশেষ্য ঘ) বিশেষণ উত্তর: ঘ

১২১। 'অনাদর'- এর বিশেষণ রূপ কোনটি? [রাবি ২০১৬-১৭]
ক) অনাবৃত খ) অনাদৃত গ) আদর ঘ) আদৃত উত্তর: খ

১২২। 'না' শব্দটি বাক্যে কোথায় বসে? [রাবি ২০১৬-১৭]
ক) সমাপিকা ক্রিয়ার পূর্বে খ) সমাপিকা ক্রিয়ার পরে
গ) অসমাপিকা ক্রিয়ার পরে ঘ) বিশেষণের পরে উত্তর: খ

১২৩। 'নতুবা' কোন পদ? [রবি ২০১৬-১৭]
ক) বিশেষণ খ) ক্রিয়া বিশেষণ গ) অব্যয় ঘ) সর্বনাম উত্তর: গ

১২৪। ফুল কি ফোটেনি শাখে- এখানে 'নি' কোন পদ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে? [রাবি ২০১৬-১৭]
ক) বিশেষণ খ) সর্বনাম গ) ক্রিয়া বিশেষণ ঘ) অব্যয় উত্তর: ঘ

১২৫। কোনটি নির্দেশক সর্বনামের উদাহরণ? [চবি ২০১৬-১৭]
ক) তুমি, সে খ) কেউ, কোনো গ) এ, সে ঘ) সকলে, সবাই উত্তর: গ

১২৬। 'গ্রাম্যতা' শব্দটি- [চবি ২০১৬-১৭]
ক) সর্বনাম খ) বিশেষণ গ) বিশেষ্য ঘ) প্রত্যয়ান্ত উত্তর: গ

১২৭। 'ভালো লোক সবার প্রিয়'- বাক্যটিতে 'ভালো' শব্দটি কোন পদ? [চবি ২০১৬-১৭]
ক) সর্বনাম খ) বিশেষ্য গ) ক্রিয়া ঘ) বিশেষণ উত্তর: খ

১২৮। ক্রিয়াবিশেষ্যের উদাহরণ কোনটিতে রয়েছে? [চবি ২০১৬-১৭]
ক) ঢাকা, শনিবার খ) জনতা, বাহিনী গ) জুতো, পানি ঘ) পড়া, খাওয়া উত্তর: ঘ

১২৯। 'মহাজাগতিক' শব্দটি কোন পদ? [চবি ২০১৬-১৭]
ক) বিশেষ্য খ) বিশেষণ গ) সর্বনাম ঘ) অব্যয় উত্তর: খ

১৩০। সংযোজক ক্রিয়া বিশেষণের উদাহরণ কোনটিতে রয়েছে? [চবি ২০১৬-১৭]
ক) নির্ভয়ে, দ্রুত খ) সকালে, দুপুরে গ) সামনে, পিছনে
ঘ) অবশ্য, বরং ঙ) না, নি উত্তর: ঘ

১৩১। ধ্বন্যাত্মক অব্যয় নয় কোনটি? [ঢাবি ২০১৫-১৬]
ক) শির শির খ) ধড়ফড় গ) মড় মড় ঘ) তির তির উত্তর: ঘ

১৩২। কোন বাক্যে সমধাতুজ ক্রিয়া রয়েছে- [ঢাবি ২০১৫-১৬]
ক) সে হাসিয়া উঠিল খ) সে বিস্ময়ের হাসি হাসিল
গ) সে হাসিতেছিল ঘ) তার হাসিতে বিস্ময় ছিল উত্তর: খ

১৩৩। নিচের কোনটি বিশেষ্য? [জবি ২০১৫-১৬]
ক) দরিদ্র খ) এক গ) দরিদ্রতা ঘ) সমর্থ উত্তর: গ

১৩৪। 'দেখেশুনে রাস্তা পার হবে।'- বাক্যে কোনটি ক্রিয়াবিশেষণ? [জবি ২০১৫-১৬]
ক) রাস্তা খ) দেখেশুনে গ) হবে ঘ) পার উত্তর: খ

১৩৫। সাধু ভাষায় কোন কোন পদ অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশেষ রীতি মেনে চলে? [জাবি ২০১৫-১৬]
ক) ক্রিয়া ও বিশেষণে খ) বিশেষ্য ও ক্রিয়ার
গ) বিশেষ্য ও বিশেষ্যে ঘ) সর্বনাম ও ক্রিয়ায় উত্তর: ঘ

১৩৬। 'দশম শ্রেণী'- এখানে দশম কী ধরনের নাম বিশেষণ? [রাবি ২০১৫-১৬]
ক) সংখ্যাবাচক খ) পরিমাণবাচক গ) ক্রমবাচক ঘ) নির্দিষ্টতাজ্ঞাপক উত্তর: গ

১৩৭। 'আপন ভাল সবাই চায়'- এখানে ভাল কোন পদ? [রাবি ২০১৫-১৬]
ক) বিশেষণ খ) বিশেষ্য গ) অব্যয় ঘ) সর্বনাম উত্তর: খ